NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section,

182. Jc. 852.1

"বাহ্য বস্তুর সহিত

প্রকৃতির
মানব মনের সম্বন্ধ

বিচার।"

শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত

প্রণীত।

Pt.
~~Vol.~~ 2.

কলিকাতা।

১৭৭৪ (শকাব্দ)।

638 LJ.72
182 Je
852.1
RARE BOOK
NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4354
DATE 8.1.64
CALCUTTA

বিজ্ঞাপন

"বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" বিষয়ক পুস্তক সমাপ্ত হইল। অত-এব, স্বদেশীয় লোকের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন, তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই পুস্তক সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখি-বেন, এবং ইহাতে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুযায়ি ব্যবহার করি-তে সচেষ্টিত হইবেন; যিনি যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিবেন, তিনি যেন তাহা লোকদিগকে, বিশেষতঃ বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যত্ন করেন। যে সকল মহা-শয়েরা কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, এবিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা তাঁ-

হারদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। যখন বালকদিগের বিদ্যাধ্যয়নের ভার তাঁহারদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, তখন তাঁহারা আপনারা যথোচিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগকে সুশিক্ষিত ও সদাচারি করিবার চেষ্টা করিলে, এতদ্দেশীয় লোকের সুখসৌভাগ্য সাধনের পথ অনেক পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন, আপনার, আপন পরিবারের ও অপর সাধারণ সকলের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, সেইরূপ রাজারও প্রজাদিগের বিদ্যাভ্যাসের ভার গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্যের সহিত যে বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, সে বিষয়ে সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুযায়ি ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু অন্যের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে যাহাতে ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার না হয়, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার উপায় করা বিধেয়; কারণ এক ব্যক্তির কুব্যবহার দ্বারা অন্যের অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার প্রতিবিধান করা রাজনিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য। শারীরিক নিয়ম

না জানিলে, শরীর ভগ্ন হইয়া সামাজিক কার্য্য সাধনে অশক্ত হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্দ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাসিদিগেরও পীড়া হইবার সম্ভাবনা; অতএব যাহাতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যাঁহার রিপু সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকে, তাঁহাকর্ত্তৃক সংসারের অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব, প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সংযত করিবার নিমিত্তে, প্রজাদিগকে রীতিমত ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া ও তদনুযায়ি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্যক। শিল্পবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, লোকযাত্রাবিধান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাজের দুঃখ মোচন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারা যায়, তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত সদ্বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে, রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার ঋণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন

না। যদি দুষ্ট দমনার্থে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য হয়, তবে যাহাতে প্রজাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমন ও সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধন হয়, তাহার উপায় করা কত দূর কর্ত্তব্য! প্রজাদিগের শারীরিক সুস্থতা সম্পাদনার্থে, নগর পরিষ্কার, নির্ম্মল জল প্রাপ্তির সুবিধা, জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ বস্তু দূরীকরণ প্রভৃতির বিধান করা যদি রাজার উচিত হয়, তবে যাহাতে প্রজারা স্বয়ং ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং অন্যান্য শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করা রাজনিয়মের উদ্দেশ্য কেন না হয়? অতএব, প্রজাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিজ্ঞান-শাস্ত্র শিক্ষায় প্রবৃত্ত করা ও তাহার উপায় করিয়া দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহারা কাব্য অলঙ্কার শিক্ষা করুক আর না করুক, সে তাহারদের স্বেচ্ছাধীন, রাজনিয়ম দ্বারা সে বিষয়ে তাহারদিগকে প্রবৃত্ত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। যদি ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা এই সমস্ত পরম মঙ্গলদায়ক অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া অপর সাধারণ সকল লোককে

পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে একান্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমারদের শোতাগোর সীমা কি? যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, রাজ-সংক্রান্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা, এবং যাহাতে সর্ব্ব সাধারণে তাহা শিক্ষা করিতে পারে ও শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ি অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উপায় করা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

অধিক-কাল-ব্যাপি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার্থে অবকাশ পাওয়া যায় না। অতএব যে সকল সাংসারিক রীতি প্রচলিত থাকাতে, লোকে বহুকাল ব্যাপিয়া কায় ক্লেশ করিতে বাধ্য হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে অবকাশ-কাল পায় না, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যে প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ই

প্রবল হইতে পারে। ধনোপার্জ্জন ও বিষয় বৃদ্ধির যে প্রকার রীতি বলবতী আছে, তাহাতে লোকের অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি সর্ব্ব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বংশমর্য্যাদা ও কৃত্রিম উপাধি থাকাতে, অভিমান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। যুদ্ধ-ব্যবসায় ও যুদ্ধকার্য্য দ্বারা জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবল হইতেছে। মদিরা পান ও অন্যান্য মাদক সেবনের প্রথা প্রবল হইয়া লোকের চিত্তভূমিস্থ ধর্ম্মাঙ্কুর সকল সমূলে নির্ম্মূল করিতেছে। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুরা সহস্র প্রকারেই উপদেশ করুন, তথাপি যত দিন এই সমস্ত সাংসারিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবে, তত দিন তাঁহারদের উপদেশ সম্যক্‌রূপে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপদেশ প্রদান ব্যতিরেকে উপায়ও নাই। মনুষ্যের প্রকৃতি, বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধানুযায়ি অনুষ্ঠানের উপরে যে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করে, এই সমস্ত বিষয় উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ে উপদিষ্ট হইলে, লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নি

রম ও আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতার যথার্থ পথ অবগত হইবে, এবং অবগত হইয়া তদনুযায়ি সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করা তাঁহারদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে সমস্ত কার্য্য আমারদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপাতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমারদের একমাত্র ধর্ম্ম। এপর্য্যন্ত কত প্রকার নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ

হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে যথা সাধ্য প্রদর্শিত হইল। অতএব, এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থোক্ত অভিপ্রায় সকল অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে ও অন্য লোকদিগকে তৎ সমুদায়ের উপদেশ প্রদান করিতে যত্নবান্ থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই উচিত।

এ গ্রন্থে যে সমস্ত সর্ব্বশুভদায়ক বিষয়ের বিবরণ করা গেল, যখন বিদ্যালয় সমুদায়ে সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্ম্মোপদেশকেরা পরমেশ্বরের এই সমস্ত প্রিয় কার্য্যকে তাঁহার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক আচার ব্যবহার ও বিষয়-চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া বিষয়কার্য্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একীভূত হইয়া যাইবে, তখন মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

কলিকাতা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

শকাব্দ ১৭৭৪। ১০ মাঘ

সূচীপত্র

ধর্ম্মবিষয়ক বিষয় লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিচার …… ১
সামাজিক নিয়ম …… ২৮
প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের বিবরণ …… ৯৮
নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য্য …… ১৫৩
প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখজনক কি না তাহার বিচার …… ১৬৮
বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধবিচার …… ১৯৮
উপসংহার …… ২২০
সুরাপান …… ২২১

ষষ্ঠাধ্যায়

ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিচার

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রধান প্রধান নীতি-দর্শক ও ধর্ম্ম-প্রবোজক পণ্ডিতদিগের পরস্পর মত-ভেদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণার্থে কত তর্ক বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, কত মতামতই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দেশ ভেদে ও কাল ভেদে কত শত ধর্ম্মশাস্ত্রই বা কল্পিত হইয়াছে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের পরস্পর জ্ঞানের তার-

তম্য ও প্রকৃতির ইতর বিশেষই ইহার প্রধান কারণ। প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেরাই ঘোরতর অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন, এবং তন্নিমিত্তে এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্ব-যন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ না হইয়া এই সংসারকে কতক গুলি অসম্বদ্ধ বস্তুরাশি-মাত্র বোধ করিতেন। যে বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও বিশেষ উপকারিতা গুণ দৃষ্টি করিতেন, তাহারই দেবত্ব ও স্বপ্রধানত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদী; মেঘ, বায়ু, সমুদ্র প্রভৃতি বিস্তৃত পদার্থ; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজস্বি বস্তু, ইত্যাদি যে যে বস্তুর বিশিষ্ট রূপ শক্তি, প্রভাব, তেজঃ ও হিতকারিতা গুণ স্পষ্টরূপে দৃষ্টি করিতেন, শক্তি, প্রভাব ও মঙ্গলের অদ্বিতীয় আকর স্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভে অসমর্থতা প্রযুক্ত সেই সেই বস্তুকেই ভক্তি ও অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অদ্যাপি ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তি প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি ধর্ম্মোৎপত্তির মূল কারণ, তাহা সকল কালে সকল ব্যক্তিতেই

থাকে, যথোচিত বুদ্ধি-পরিপাক না হইলে স-কল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরে নিযোজিত হয় না।

এইরূপ, ধর্ম্ম-প্রযোজক পণ্ডিতদিগের প্রকৃতির ইতর বিশেষও পরস্পর মত-ভেদের আর এক কারণ। যাঁহার জিঘাংসা, আশ্চর্য্য ও সাবধানতা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, এবং উপ-চিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তিনি উপাস্য দেবতার ভীষণ স্বরূপ প্রতিপাদন ক-রিয়া লোকদিগকে অতিশয় সভয় চিত্তে উপা-সনা করিবার বিধি দিতে পারেন, কিন্তু উ-পাস্য ও উপাসক উভয়েরই দয়া ও ন্যায়প-রতা গুণ বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ দৃষ্টি থাকা সম্ভাবিত বোধ হয় না। এমন ব্যক্তিই ইষ্ট দেবতার তুষ্ট্যর্থে বলিদান দিবার উপদেশ দিতে পারেন, এবং কহিতে পারেন, বিবিধ উ-পচারে দেবতার অর্চ্চনা করিলেই তিনি স-মুদায় দোষ মার্জ্জনা করেন, ও সকল অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তন্ত্র-শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের কাম, জিঘাংসা ও বুভুক্ষা বৃত্তি যে অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু যাঁহার ভক্তি, উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তি প্রবল থাকে, ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় তাহারদের

বশবর্ত্তি হয়, তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র অবশ্যই অন্য প্রকার হয়।

বাহ্য বস্তু সমুদায়ের যেরূপ শৃঙ্খলা ও আমারদের মনের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিলে সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়, আর তাহার অন্যথাচরণ করিলেই দুঃখ ঘটনা হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করিলে অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়, এবং নানা প্রকার সাংসারিক সুখ উৎপন্ন হয়। আর তাহার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে সেই সমস্ত পরম সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক যন্ত্রণা ও সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি কার্য্য করিবার পর ক্ষণেই মনে মনে প-

রম পরিতোষ জন্মে। যখন আমারদের কোন মনোবৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত থাকিয়া স্বকীয় বিষয় ভোগে চরিতার্থ হয়, তখন তাহা অশেষ সুখের উৎস স্বরূপ হইয়া অনর্গল আনন্দ নীর নির্গত করিতে থাকে। অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা, অর্জ্জনস্পৃহা, নির্ম্মিমিৎসা, লোকানুরাগপ্রিয়তা, আত্মাদর প্রভৃতি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তি থাকিয়া চরিতার্থ হইলে সুখসাগরে মগ্ন হইতে হয়। তেজস্বিনী উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে তৃপ্ত করিয়া—ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান এবং ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বদেশীয় লোকের দুঃখ মোচন ও সুখ সাধন করিয়া—দয়াবান্ দাতার উদার-চিত্ত আনন্দামৃত রসে অভিষিক্ত হইতে থাকে। অশেষ-গুণাশ্রয় অত্যাশ্চর্য্য-স্বরূপ পরাৎপর পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা আলোচনা করিলে ভক্তি ও আশ্চর্য্য বৃত্তি পরম পরিতৃপ্ত হইয়া চিত্তভূমিতে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত সুখামৃত বর্ষণ করে, তাহা বাক্য-পথের অতীত। বুদ্ধিবৃত্তির চালনাতেই বা কত সুখের উৎপত্তি

হয়! জগতের স্বাভাবিক শোভা দর্শন, সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ ও কাব্যামৃত-রসাস্বাদন করিয়া অন্তঃকরণ কেমন প্রফুল্ল হয়! আর মেধাবি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানরত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ বিবিধ প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ বিমল আনন্দ লাভ করেন, তাহা অন্যের অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। এইরূপে, সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর আমারদিগের মনোবৃত্তি-চালনার পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর সুখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ; আমরা আপনারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া চালনা করিলেই তাহা লাভ করিতে পারি, নতুবা তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। এপ্রকার প্রগাঢ় সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া সামান্য ক্ষতির বিষয় নহে ; ইহাকে আমারদের যথোচিত চিত্ত-চালনার ত্রুটি নিমিত্তক দণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। যদি ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য প্রকার অনিষ্ট ঘটনা না হইত, তথাপি ধর্ম্ম-জন্য সুখের অপ্রাপ্তিকেই তাহার সমুচিত শাস্তি স্বরূপ বলিয়া স্বীকার

করা উচিত হইত। কিন্তু এপ্রকার সুখ ভোগে বঞ্চিত হওয়া যে দারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। যেরূপ, চিররোগী ব্যক্তি শারীরিক-স্বাস্থ্য-জনিত অপূর্ব্ব সুখের স্বাদগ্রহে সমর্থ নহে, সেই প্রকার, ধর্ম্ম রূপ নির্ম্মল নীরে চিত্তকে ধৌত করিয়া ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, ইতর ব্যক্তি তাহা কথনই পারে না; কারণ তাহার অশুচি চিত্ত অধর্ম্ম রূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া চির জীবন অসুস্থ হইয়া রহিয়াছে। অদ্যাপি মনুষ্যেরা আপনারদিগের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাহা পালন করিলে কি পর্য্যন্ত সুখোৎপত্তি হইতে পারে ও লঙ্ঘন করিলেই বা কত সুখে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা জ্ঞাত নহেন। তাহা সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে আপন প্রকৃতি, বাহ্য বিষয়ের স্বভাব, তাহারদের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের সহিত আমারদের যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, এই সমস্ত শিক্ষা করা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে যে সমস্ত

যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে, আমারদের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ফূর্ত্তি সহকারে অপ্রতিহত ভাবে স্ব স্ব বিষয় ভোগে সচেষ্ট হইতে সমর্থ হয় না, এবং আপনারদের চরিতার্থতা সাধনের যথেষ্ট স্থলও প্রাপ্ত হয় না। লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তথাকার অজ্ঞানি মনুষ্যেরা তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল বিবেচনা না করিয়া তাঁহার অনির্দ্দেশ্য বিড়ম্বনার ফল মনে করে। ইহাতে তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্যক্ চরিতার্থ হয় না। এই দুর্ঘটনার কারণ ও তৎ প্রতীকারের উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুব্ধ থাকে, পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে সংশয় জন্মিয়া ভক্তি বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের ব্যতিক্রম ঘটে, এবং বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের শাসন-প্রণালীতে নানা প্রকার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা কল্পনা করিয়া ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি অতৃপ্ত থাকে। যাহারা জগদীশ্বরের সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর নিয়ম সমুদায় শিক্ষা না

করিয়াছে, এবং তাহা পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিয়া তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ও যাহারা আপনারদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে বিকটাকার ও ক্রুদ্ধ-স্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করে, পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে তাহারদিগের প্রত্যয় হওয়া কিপ্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিলে এবং তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম রূপ গম্ভীর উৎস হইতে যে কত সুখ-ধারা নিঃসারিত হইতে পারে, তাহারা তাহার আভাসও পায় না। কিন্তু তাহারদিগের এ বোধ নাই বলিয়া কদাপি ঐশিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না,—জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের দর্শন-শক্তি নাই বলিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি-সুখ সম্ভোগের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

ইহা বলা বাহুল্য, যে জগদীশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় না জানিলে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিয়মানুযায়ি কার্য্য করা সম্ভাবিত নহে। এই অখিল সংসার রূপ ভ্রম-শূন্য প্রগাঢ় গ্রন্থের আলোচনাই পরমেশ্বরের স্ব-

রূপ বিষয়ক জ্ঞান লাভের অদ্বিতীয় উপায়। অতএব, তিনি যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করা আবশ্যক। যাহারা ঘোরতর অজ্ঞান তিমিরে আবৃত থাকিয়া অহরহঃ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরম শুভকর নিয়ম সমুদায় লঙ্ঘন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহারদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বরের যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট রূপে স্ফূর্ত্তি পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইয়া তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক দুঃখ বর্জ্জন ও সুখ সম্ভোগ করেন, পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অপার মাহাত্ম্য ও নির্ম্মল মঙ্গল স্বরূপে তাঁহারদের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রত্যয় জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। যৎ পরিমাণে বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব-কার্য্য-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইবেক, তৎপরিমাণে তাঁহাকে মহৎ ও পূর্ণ-স্বরূপ বলিয়া স্পষ্টরূপে বোধ হইতে থাকিবেক। এদেশীয় সর্ব্ব-সাধারণ লোকে এখানকার প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বরকে অতি ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ-জ্ঞান স্থির করিয়া এই প্রকার

বিশ্বাস করেন, যে তিনি মনুষ্যের ন্যায় মূর্ত্তিমান্, ভূলোকের ভার মোচনার্থে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ও অবতীর্ণ হইয়া কখন কখন পাপাসক্ত মনুষ্যের ন্যায় অবিহিত কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হয়েন, আর জঘন্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াও তাঁহার পূজা, স্তুতি ও প্রণতি করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করেন, ও তাঁহার অর্চনা না করিলে কোপান্বিত হইয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করেন। ইত্যাকার নানা প্রকার অপবাদ দিয়া যে তাঁহারা পরাৎপর পরমেশ্বরের নিষ্কলঙ্ক স্বরূপে দোষারোপ করেন, ইহাতে তাঁহারদের বিবেচনারই ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে নানা প্রকার বিদ্যা প্রচার দ্বারা লোকের জ্ঞানোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা হইতেছে,—শীঘ্র বা কাল বিলম্বে অজ্ঞান রূপ তামসী নিশার অবসান হইবার উপক্রম হইতেছে। জগদীশ্বর-প্রসাদে যৎ পরিমাণে বিদ্যাজ্যোতি বিকীর্ণ ও মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপিত হইবেক, তৎ পরিমাণে তাঁহার পরাৎপর পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবেক, এবং তৎপরিমাণে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন নিবা-

রিত হইয়া লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখোন্নতি হইতে থাকিবেক।

অনেকে পরমেশ্বরের বিশেষ প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসি হয়েন। কিন্তু তাহাতে যে পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তন্নিমিত্তে তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। আমারদিগের মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে আমারদিগের যত মনোবৃত্তি আছে, তাহার অধিকাংশ কেবল পৃথিবীর কার্য্য সাধনার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বুভুক্ষা, কাম, অপত্যস্নেহ, প্রতিবিধিৎসা, নির্ম্মিৎসা, অর্জ্জনস্পৃহা, জুগোপিষা, সাবধানতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং পরিমিতি, আকারানুভাবকতা, কালানুভাবকতা, স্বরানুভাবকতা এবং সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত ভূমণ্ডলের অতিনৈকট্য অখণ্ড্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীর রক্ষার্থে বুভুক্ষা, জীবপ্রবাহ রক্ষার্থে কাম, সন্তান প্রতিপালনার্থে অপত্যস্নেহ, বিপদুদ্ধার

ও প্রতিবন্ধক নিরাকরণার্থে প্রতিবিধিৎসা, গৃহ নির্ম্মাণ ও বস্ত্রবয়নাদির নিমিত্তে নির্ম্মিমিৎসা, নিবাস নিরূপণার্থে বিবৎসা, ভাবি দুর্ঘটনা নিবারণার্থে সাবধানতা ইত্যাকার সকল মনোবৃত্তিই ভূলোকের এক এক কার্য্য সাধনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীতেই তাহারদের সম্যক্ উপযোগিতা আছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, এই পৃথিবীতে তাহারদিগকে যথোচিত চরিতার্থ করিবার চেষ্টা না পাইয়া অন্যথাচরণ করিলে, জগদীশ্বরের অনুমতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আমারদের আশা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা, শোভানুভাবকতা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরলোকেও চরিতার্থ হইতে পারে, এবং কোন ভাবি অবস্থাতেও তাহারদের উপযোগিতা থাকিতে পারে; কিন্তু পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ইহলোকেও লোকের দুঃখ নিবারণার্থে ও ভূমণ্ডলকে বিমল সুখের আলয় করিবার নিমিত্তে যে তাহারদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে এই অবনিমণ্ডলেও যে তাহারদের অত্যন্ত উপযোগিতা আছে, তাহার কোন সংশয়

নাই। যৎ পরিমাণে আমারদের মানব প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তু বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবেক, তৎ পরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমারদের মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য বিষয়ক জ্ঞানেরও আধিক্য হইতে থাকিবেক, এবং তৎ পরিমাণে আমরা পরাৎপর পরমেশ্বরের পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ স্বরূপ অবগত হইয়া আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব। ফলতঃ, যখন চক্ষুর সহিত জ্যোতির্ব্বিষয়ক নিয়মের, এবং কর্ণের সহিত বায়ু বিষয়ক নিয়মের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তখন আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুরূপ ঐক্য না থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

সমুদায় মনোবৃত্তিরই এই স্বভাব, যে সমধিক তেজস্বী হইয়া উৎসাহ পূর্ব্বক চালিত হইলেই প্রচুর সুখ প্রদান করে, নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইলে সেরূপ সুখোৎপাদনে অসমর্থ হয়। অতএব, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় মনোবৃত্তিরও তেজোবাহুল্য এবং ঔৎসুক্য সহকারে চালনা এই

উভয়ই আমারদের সুখের কারণ। স্বরানুভাবকতা শক্তির স্বাভাবিক অল্পতা বশতঃ যাহার কিছুমাত্র স্বর-জ্ঞান ও রাগরাগিণী বোধ নাই, তাহার সুখ প্রাপ্তির এক প্রধান পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। সেইরূপ, যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রখরা থাকে, ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয়, তিনি তাহা প্রবলরূপে চালনা করিয়া যে রূপ অসামান্য আনন্দ অনুভব করেন, চেষ্টারহিত-মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিরা কখনই তাদৃশ সুখের স্বাদ গ্রহে সমর্থ হয় না। তাহারা স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণে অশক্ত প্রযুক্ত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি চালনায় অভ্যাস না থাকাতে বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। বিশেষতঃ, সৃষ্টি-ক্রিয়ার আলোচনা করিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তার স্বরূপ নিরূপণ করাও মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। যাহারা সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া আপনারদের বুদ্ধিকে অমার্জ্জিত রাখে, এবং সুতরাং পরম সুন্দর বিশ্ব-কৌশল প্রতীতি করিতে, এবং তদ্দ্বারা বিশ্বাধিপের অ-

অুৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য মহিমার আলোচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহারদিগকে বহুবিধ নির্ম্মল আনন্দ লাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। পরমেশ্বর-পরায়ণ বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা এই অখিল সংসার রূপ মহারাজ্যের এক এক পরম শুভকর নিয়ম অবগত হইয়া যে প্রকার প্রগাঢ় সুখ প্রাপ্ত হয়েন, কুসংস্কারাবিষ্ট মূঢ় লোকের ভাগ্যে তাহা কখনই ঘটে না। তাহারা শাস্ত্র বিশেষের প্রমাণানুসারে কাল্পনিক দেবতাদিগের কল্পিত চরিত্র শ্রবণেই আপনারদিগকে চরিতার্থ বোধ করে। তাহারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ অখণ্ড অভ্রান্ত শাস্ত্রে অধিকারি হয় না, সুতরাং তাহার আলোচনায় যে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার আস্বাদন মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। অতএব, পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহারদিগকে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কতক বৃত্তি এ অংশে বিফলে যায়।

এই রূপ যে সকল পাপিষ্ঠ নরাধম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অবহেলন করিয়া অন্যাযাচরণ করে, তাহারদের শত শত প্রকার প্র-

সিদ্ধ শাস্তির বিষয় দূরে থাকুক, তাহারদিগের যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনার ফল রূপ পরম পবিত্র সুখাস্বাদনে অধিকার হয় না, ইহাও তাহারদের সামান্য শাস্তি নহে। নির্দ্দোষ সাধু ব্যক্তি আপনাকে নিষ্পাপ জানিয়া যেরূপ আত্ম-প্রসাদ ও শান্তি-সুখ লাভ করেন, পরমেশ্বর-পরায়ণ জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিচিত্র শক্তি, আশ্চর্য্য জ্ঞান ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায়ের আলোচনায় অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, এবং পরহিতার্থী দয়াশীল ব্যক্তি দুঃখিকে অন্ন দান, রোগিকে ঔষধ প্রদান এবং অজ্ঞানিকে জ্ঞান দান করিয়া যেপ্রকার প্রগাঢ় হর্ষ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার আস্বাদ গ্রহণের সামর্থ্য না থাকা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? যখন কোন নিরাশ্রয় অনাথ ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করে, অথবা অতি দীন পিতৃ-হীন বালক তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া আপনার মলিন মুখের হাস্য দ্বারা অন্তরের পরিতোষ প্রকাশ করে, এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া নয়ন যুগল সজল ও

উজ্জ্বল করে, তখন তাঁহার কি অনুপম মনোরম সুখেরই উদয় হয়! যিনি চিরজীবন মধ্যে এরূপ একটি পুণ্য কর্ম্মও করিয়াছেন, তাঁহার সুখ-সরোবর কখনও নিঃশেষে শুষ্ক হয় না। তিনি যখন তাহা স্মরণ করেন, তখনই তাঁহার অন্তঃকরণ সুধামৃত রসে অভিষিক্ত হয়। স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষ তুল্য নিতান্ত প্রতিপালিত আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিলে কত আহ্লাদই হয়! যিনি স্বয়ং জল-তরঙ্গে পতিত হইয়া তথা হইতে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন, বা দহ্যমান গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহারও প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তাহার মুখাবলোকন করিলে কেমন পুলকিত হয়েন! পুণ্য-ক্রিয়ার সঙ্কল্পে সুখ, অনুষ্ঠানে সুখ, এবং অনুষ্ঠান করিলে পরে তাহার আলোচনাতেও সুখোদয় হয়! যে পাপাসক্ত দুরাচারেরা এমন সুখ-ভাণ্ডারে বঞ্চিত হয়, তাহাদের কর্ম্মানুযায়ি শাস্তি প্রাপ্তির আর কত অবশিষ্ট থাকে?

আর, ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সমুদায় পালন করিলে সাংসারিক উপকার দর্শে, এবং

লঙ্ঘন করিলে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মাচরণে যে সাংসারিক সুখোৎপত্তি হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দেখ, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা, ভক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য রাখিয়া স্বপরিবারস্থ সকল ব্যক্তির সহিত সদ্ব্যবহার করিলে কেমন প্রীতির পাত্র ও সমাদর-ভাজন হওয়া যায়! যদি আমরা পুত্র ভৃত্যাদির প্রতি স্নেহ, দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করি, তবে তাহারা আপনা হইতেই আমারদের প্রতি অকপট প্রীতি প্রদর্শন করে, এবং প্রফুল্ল চিত্তে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমারদের আজ্ঞা পালন করে। এপ্রকার পিতা বা প্রভু কখনই অন্যায় ও অসাধ্য কর্ম্মে অনুমতি করেন না, সুতরাং তাঁহার কার্য্য সাধনে তাহারদের বিরক্তি হয় না। ধর্ম্মশীল মিত্রের আদরের সীমা কি। তাঁহার মিত্রেরা তাঁহার প্রেমামৃত রসে আর্দ্র হয়, তাঁহাকে যথা সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এবং তাঁহার মুখাবলোকন ও তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করে। বৈদ্য, বণিক্ ও রাজকীয় কর্ম্মচারিদিগের

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি ব্যবহারে অভ্যাস পাওয়া অশেষ উপকারের হেতু। তাহা হইলে তাঁহারা লোকের বিশ্বস্ত ও আদরণীয় হয়েন, এবং তাঁহারদের স্বীয় ব্যবসায়েরও গৌরব ও উন্নতি হইতে পারে।

পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন। অতএব, সকলে এক এক প্রকার কর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই সংসারের সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক নিয়মই ভূলোকে বিবিধ প্রকার ব্যবসায় সংস্থাপিত হইবার মূল কারণ। "আমি মনুষ্যবর্গের প্রয়োজন সাধন ও দুঃখ দূরীকরণার্থে পরিশ্রম করিতেছি" এই মনে করিয়া যে কৃষক ও শিল্পকার কার্য্য করে, এবং "ক্রেতাদিগের অনিষ্ট না হয় ও তুষ্টি সাধন হয়" এই অভিসন্ধি রাখিয়া যে পরহিতৈষী ব্যক্তি স্বীয় ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, তাহারদেরই প্রধান প্রধান মনোবৃত্তির বিধানানুযায়ি কার্য্য করা হয়, এবং তাহারাই সম্যক প্রকারে

up 4351 dt- 8/10/09

কৃতকার্য্য হয়। ইহাতে, তাহারদের অর্জ্জন-স্পৃহা বৃত্তিও বিশিষ্টরূপ চরিতার্থ হইতে পারে। বৈদ্য প্রভৃতি সকলেরই প্রতি এই ব্যবস্থা। বৈদ্য যদি রোগির রোগ শান্তি মাত্রের উদ্দেশে তদ্গতান্তঃকরণে চিকিৎসা করেন, এবং উকীল যদি নিয়োগ কর্ত্তার মঙ্গল মাত্র অভিসন্ধি করিয়া একান্ত যত্নে তাঁহার কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তবে তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-জনিত পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন এবং যথেষ্ট সমাদর, নির্ম্মল যশ, ও পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন।

আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি পশ্চাল্লিখিত নিয়ম ত্রয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—যে ব্যবসায় লোকের হিত-কারী, তাহাই অবলম্বন করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ।— যে পরিমাণে পরিশ্রম করিলে লোকের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেই পরিমাণে পরিশ্রম করা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ।—যাঁহার যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকে, তাঁহার

সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা লাভ করা কর্ত্তব্য।

যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ সুস্থ ও উৎকৃষ্ট হয়, এবং তিনি যাবজ্জীবন ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিয়া আইসেন, তবে অনায়াসেই একথা বলিতে পারা যায়, যে জগদীশ্বর তাঁহার সমুদায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাকে যথা নিয়মে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি চালনার সামর্থ্য দিয়া তন্নিমিত্তক পরম সুখ সম্ভোগে বিশিষ্ট রূপ অধিকারি করিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহা শিক্ষা করা উচিত। অতএব, যেমন ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম জানিতে হইলে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হয়, সেই রূপ কোন্ কোন্ ব্যবসায় মনুষ্যের যথার্থ উপকারী এবং কোন্ বিষয়ে কত পরিশ্রম করিলে তাহার ন্যায্য পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সমুদায় অবগত হইবার নিমিত্তে

লোকযাত্রাবিধান বিদ্যাও* অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই বিদ্যা-ব্যবসায়িরা যেমন ধনোপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করেন, সেইরূপ তাঁহারদের এপ্রকার উপদেশও প্রদান করা উচিত, যে কেবল ধন মাত্রই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ নহে, এবং কেবল ধনেই যে সর্ব্ব-সাধারণ লোকের সুখ লাভ হয় তাহাও নহে; জ্ঞান এবং ধর্ম্মই স্থায়ি সুখের মূল। লোকযাত্রাবিধান বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দারিদ্র্য দশা ঘটে, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ করাতে সেই দুঃখের কত দূর বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অপত্যোৎপাদন বিষয়ক নিয়মের লঙ্ঘন হওয়াতে আয় অপেক্ষা সন্তানের সংখ্যা অধিক হইলে, দুঃস্থতা এবং তৎপরে দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহা দুঃখি লোকদিগের যুক্তি-বিরুদ্ধ ব্যবহারের ফল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারদিগের সেই দারুণ দুঃখ রূপ দাবানলে সাধ্যমত বারি সেচন করা ধনাঢ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। কেবল উপস্থিত দুঃখের

* আয় ব্যয় বিষয়ক বিধিদর্শক শাস্ত্র।

প্রতীকার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, তদনুরূপ ক্লেশ ঘটনা নিবারণার্থে তাহার কারণ সমুদায় নিঃশেষে নিরাকরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ, মনুষ্যের সকল অবস্থাতে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ, তদ্ব্যতীত দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধির আর উপায় নাই।

এক্ষণে প্রায় সকল দেশীয় লোকেরই এই প্রকার সংস্কার আছে, যে কেবল ধন, প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভাতেই সুখোৎপত্তি হয়। যদিও কেহ কেহ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অন্য প্রকার উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু বস্তুতঃ ধনাদি লাভই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু ধন, প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভা আমারদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয়, অতএব তদ্দ্বারা কখনও প্রকৃত রূপ সুখপ্রাপ্তি হইতে পারেনা; কারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি ব্যবহার না করিলে সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অনেকেই ধন ও প্রভুত্ব মাত্রের উদ্দেশে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রবৃত্ত

হইয়া নানা প্রকার অন্যায় আচরণ পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহাতে, তাহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোকের নিকট অবিশ্বস্ত ও হতমান হয়, ক্রমাগত চৌর্য্য ও প্রতারণায় প্রবৃত্ত থাকিলে একবার না একবার ধৃত হইয়া রাজদণ্ডেও দণ্ডিত হয়, এবং কেহ কেহ আপনার অবিবেচনা ও দুষ্প্রবৃত্তি দোষে গত-সর্ব্বস্ব হইয়া দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হয়। এদেশীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই যেমন আয় বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা নাই, সেইরূপ তাঁহাদের ব্যয় বিষয়েও দূরদৃষ্টি ও ন্যায্যান্যায্য বিচার থাকে না। তাঁহারা চৌর্য্য, উৎকোচ, প্রতারণাদি নানাপ্রকার গর্হিত উপায় দ্বারা ধন উপার্জ্জন করেন, এবং সুখ্যাতি-লাভ ও ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগার্থে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া অকাতরে ব্যয় ব্যসন করেন ও উপার্জ্জিত অর্থ অপেক্ষায় অধিক ব্যয় করাতে অবশেষে ঋণ-গ্রস্তও হয়েন। ঋণ-গ্রস্ত হইলে অবিলম্বে লোকের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। প্রথমে মূর্খতা ও প্রতারণা, পরে ঋণ ও যাতনা, এই চারি শব্দেই

তাঁহারদের চরিত্র বর্ণনা পর্য্যবসিত হয়। প্রথমে তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, শেষে তাহার সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হন।

সংসারের সমুদায় দুঃখই সাংসারিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল; অতএব যাঁহারা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অভিমত ফল লাভ করিতে না পারেন, পশ্চাল্লিখিত দুই বিষয় তাঁহারদের কৃতকার্য্য না হইবার প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। হয়, তাঁহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারদের তদুপযোগি ক্ষমতা না থাকিবেক; নয়, কোন কোন অতিপ্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহারদের স্বীয় বৃত্তি বিষয়ক সমুদায় কার্য্যের প্রযোজক হইয়া থাকিবেক। যদি উকীলদিগের প্রবলতর ভাষা ও তর্কশক্তি না থাকে, তবে তাঁহারা কখনই স্বীয় ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, এবং যে গায়কের উত্তমরূপ কালানুভাবকতা ও স্বরানুভাবকতা শক্তি নাই, ও যে চিত্রকরের বর্ণানুভাবকতা, শোভানুভাবকতা, নির্ম্মিমিৎসা ও অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অতিক্ষীণ, তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা সমধিক অর্থ উপার্জ্জন ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ ক-

রিতে সমর্থ হয়েন না। আর যাহারদিগের শারীরিক প্রকৃতি কেবল শ্লেষ্ম-প্রধান, তাহারদিগের মনোবৃত্তি সকল কোন বিষয়ে তৎপরতা ও উৎসাহ সহকারে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না ; ইহাতে তাহারদিগের ব্যবসায়ের বিলক্ষণ হানি সম্ভব। এইরূপ, স্বার্থ সাধন মাত্র আমারদের ব্যবসায় নির্ব্বাহের উদ্দেশ্য হইলেও অনিষ্ট ঘটনা হয়। যে চিকিৎসক কেবল মুদ্রা-সংখ্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে, সুতরাং যে স্থানে যত গুলি মুদ্রা হস্তগত হয়, সে স্থানে তদনুসারি ব্যবহার করে ; আর যে চিকিৎসক ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া রোগির প্রতীকার উদ্দেশে চিকিৎসা করেন, রোগী ব্যক্তি এই উভয়ের গুণাগুণ এক কটাক্ষেই বুঝিতে পারেন। তিনি দেখিতে পায়েন, চিকিৎসকের বুদ্ধিবৃত্তি উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিযোজিত হইলে, রোগির শরীরের ভাব ও প্রয়োজনাপ্রয়োজন যেমন স্পষ্টরূপে বোধ হয়, কেবল অর্জনস্পৃহাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলে, সেরূপ কখনই হয় না। অতএব, তিনি ন্যায়বান্ পরোপ-

কারি চিকিৎসককে নিযুক্ত করিতে পারিলে, স্বার্থপরায়ণ কুটিল-স্বভাব বৈদ্যকে কখন চাহেন না। এরূপেও অনেকানেক স্বার্থপর ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যতিক্রমঘটে।

এই সমুদায় উদাহরণ দ্বারা প্রতীত হই-তেছে, যে ব্যবসায়ের হানি হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। কিন্তু সংসারের যেরূপ স্বরূপ, তাহাতে পদে পদে একের দোষে অ-ন্যের অপকার হইয়া থাকে। বণিক্‌দিগের আপনার অনৈপুণ্য ও অবিবেচনা এবং অংশি ও কর্ম্মচারিদিগের অপটুতা ও বিশ্বাসঘাত-কতা, উভয় কারণেই ক্ষতি ও অসম্ভ্রম হইতে পারে। জন-সমাজে পরস্পর সমবেত চেষ্টা করিয়া বিস্তর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। যে সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সে সমুদায় সম্পন্ন করা উচিত, তাহার নাম সামাজিক নিয়ম। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার অ-নিষ্ট ঘটনা হয়, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

সামাজিক নিয়ম

মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর সুখের মূল। গৃহ নির্ম্মাণ, শস্য উৎপা-

দন, নৌকা গঠন, বস্ত্র বয়ন, ইত্যাদি যাবতীয় সুখ-সাধন ব্যাপার লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তদ্ভিন্ন, সমাজ-বদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমারদের অনেকানেক মনোবৃত্তি সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া অশেষ সুখ সঞ্চার করে। কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গ-লিপ্সা, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা, লোকানুরাগ-প্রিয়তা প্রভৃতি অতি শুভকরী বৃত্তি সমুদায় জন-সমাজে অপর্য্যাপ্ত উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া কত আনন্দই প্রদান করে। বিশেষতঃ মনুষ্য-বর্গকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সমাজ-বদ্ধ ক-রাই আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তির এক মাত্র উদ্দেশ্য। অতএব, যিনি আমারদিগকে এই সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমারদিগের গৃহস্থ ও জন-সমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনু-ষ্যের এই বৃত্তি থাকাতে স্বভাবতই অন্য সংসর্গে প্রবৃত্তি হয়। শিশুগণ মাতৃ বা ধাত্রী ক্রোড়ে গমন করিতে কত ব্যগ্র হয়। বালকেরা স্বীয় বয়স্যদিগের সংসর্গি হইবার

নিমিত্ত কেমন উৎসুক হয়! আর প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিরা স্বকীয় মিত্র মণ্ডলীর সহবাসে মধুরালাপে কালযাপন করিতে পারিলেই বা কেমন প্রফুল্ল থাকেন। আমরা অন্যের সহিত মিত্রতা করিয়া, অন্যের প্রিয় পাত্র হইয়া ও অন্যের উপকার করিয়া যে সকল পরম পবিত্র স্বর্গোচিত সুখ সম্ভোগ করি, লোকসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজনে বাস করিলে তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইতে হয়। ফলতঃ, যদি আমরা নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী নির্জ্জনে বসতি করি, তবে আমারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অধিকাংশই স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত না হওয়াতে অকৃতার্থ থাকে, এবং সুতরাং স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ি সুখোৎপাদনে অসমর্থ হয়। এ প্রকার অবস্থায় থাকিলে পশুদিগের সহিত মনুষ্যদিগের কিছু মাত্র বিভিন্নতা থাকিত না, বরঞ্চ তদপেক্ষাও তাঁহারদিগের দুরবস্থা হইত। পশুদিগের আত্মরক্ষার্থে যেরূপ নখ, শৃঙ্গ, লোমাদি নানা উপায় আছে, আমারদিগের তদনুরূপ উপায় না থাকাতে অতি সামান্য হেতুতেই প্রাণবিয়োগ হইত। অত-

এবং পরস্পর সাপেক্ষতা আমারদিগের সকল সম্পদের মূল, এবং যিনি এই পরম শুভদায়ক সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তিনি পরম মঙ্গলাকর। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক সামাজিক নিয়ম সমুদায় শিক্ষা করা ও শিক্ষা করিয়া পালন করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য।

একাকী নৌকা চালনা করিয়া অধিক দূর গমন করা সম্ভাবিত নহে, অনেকের সমবেত চেষ্টার অপেক্ষা রাখে। যাহারদিগকে নৌকা চালনা করিতে হয়, তাহারদিগের তদ্বিষয়ক নিয়ম, জলের গতি, নদী ও সমুদ্রের আবর্ত্ত, গুপ্ত চর, বায়ুর প্রভাবানুসারে পাল নিয়োজন, পথের গুণাগুণ, ইত্যাকার সমস্ত ব্যাপার সম্যক্ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে নাবিক এই সমুদায় বিষয়ে সুনিপুণ, সদাস-তর্ক, ও স্বকর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হয়, আর ব্যসনাসক্ত ও মাদক সেবনে অনুরক্ত না থাকে, তাহার নৌকায় আরোহণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু যে নাবিকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল, এবং বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষীণ, সুতরাং নৌকা-চালন

কার্য্যের অনুপযুক্ত, এবং যে সর্ব্বদাই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহার নৌকায় আরোহণ করিলে জল-মগ্ন হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইতে অব্যাজ। যে সকল পোতবাহক কোন অনুপযুক্ত কর্ণধারের দোষ গুণ পরীক্ষা না করিয়া তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারদের বিস্তর ক্লেশ প্রাপ্তি ও মৃত্যু ঘটনা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আপনার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সহকারি কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিলে শ্রম লাঘব হয় বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ দুর্ব্বৃত্ত লোক নিযুক্ত করিলে তাহার ভ্রম, প্রমাদ, চৌর্য্য ও প্রতারণা দ্বারা কর্ম্ম-ক্ষতি, ধন-ক্ষয় ও আপনার বা আত্মীয় ব্যক্তিদিগের প্রাণের উপরেও আঘাত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকে পরস্পর অংশি স্বরূপে বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে, বাহুল্যরূপ ব্যবসায় ও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম অবগত থাকা ও তৎ প্রতিপালনে যত্নবান্ হওয়া উচিত। যদি কোন বাণিজ্যাগারের এক অংশী কলিকাতায় ও অন্য এক অংশী

লণ্ডন নগরে থাকেন, তবে লণ্ডন নগরস্থ অংশির ভ্রম, অনবধানতা, অথবা প্রতারণায় কলিকাতাস্থ অংশির সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সমবেত বাণিজ্য সামাজিক নিয়মসিদ্ধ বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়ম অবলম্বন করিতে হইলে, তৎ পালনার্থে যে যে প্রকরণ করিতে হয়, তাহার অন্যথাচরণ করিলেই অনিষ্ট ঘটে। যাহারদের সহিত বিষয়ঘটিত সংস্রব রাখিতে হয়, তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি কার্য্য করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে কি না, তাহা বিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান করা উচিত। সামাজিক নিয়ম পালন বিষয়ে এই গুরুতর তত্ত্বে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সামাজিক নিয়মের স্বরূপ ও তৎপ্রতিপালনের রীতি নির্দ্দেশ করা গেল, এক্ষণে, তাহা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহার আর দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চরিতার্থ হওয়া যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হয়, এবং সমুদায় প্রা-

কৃতিক নিয়মের সহিত তাহারদের ঐক্য থাকে, তবে কোন জন-সম্প্রদায়ের লোকে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে ক্রমাগত চরিতার্থ করিলে, ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সাধনে চেষ্টা না করিলে, অবশ্যই দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহার সংশয় নাই। এদেশীয় লোকের অবস্থা দৃষ্টি করিলেই ইহার যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে দেশে অন্ন অপেক্ষা লোকের সংখ্যা অধিক, সে দেশীয় লোকের সমূহ ক্লেশ উৎপন্ন হয়; অতএব আপন আপন অবস্থানুসারে অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংযম করা উচিত। যাবৎ পরিবার প্রতিপালন ও সন্তান সন্ততিকে শিক্ষাদানের উপযোগি অর্থ সংগ্রহ বা তাহার উপায় ধার্য্য করিতে না পারা যায়, তাবৎ বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যদি কোন বহু-লোক-সমাকীর্ণ জনপদের মনুষ্যেরা এই নিয়ম অবহেলন করিয়া অল্প বয়সে স্ত্রীপরিগ্রহ করে, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে পর্য্যাপ্তরূপে চরিতার্থ করে, তবে দারিদ্র্য ও অনশন নিমিত্তক অকাল মৃত্যু দ্বারা

সে দেশের লোক-সংখ্যা হ্রাস হয়। এ দেশীয় লোকে এই নিয়ম লঙ্ঘন করাতে যে রূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। কত শত ব্যক্তি কতক গুলি পুপোষ্য পুত্র কন্যা লইয়া যেরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। তা-হারদের ভরণ পোষণের ভার যাঁহার উপর সমর্পিত আছে, তিনি তত্‌পযোগি ধনের চতুর্থাংশও উপার্জ্জন করিতে পারেন না। কেহ কেহ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অন্ন চিন্তায় ব্যাকুল হয়েন, এবং ঋণ-গ্রস্ত হইয়া কোন ক্রমে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করেন; ইহাতে তাঁহারদের ঋণবৃদ্ধি সহকারে দিন দিন সন্তাপ ও ব্যাকুলতারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। কত কত সদ্বংশ-জাত ভদ্রলোক অন্নাভাবে মৃত-প্রায় হইয়া অবশেষে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। কেহ কেহ বিষয়-কর্ম্ম চেষ্টায় অর্দ্ধ আয়ুঃশেষ করিয়া অবশেষে নিতান্ত নিরাশ হই-য়া পরিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশত্যাগ করি-তেছে। যাহারদের উদর পূর্ত্তি হওয়া দুঃ-সাধ্য, তাহারদের জ্ঞান চর্চ্চাই বা কোথায়? ধর্ম্ম চিন্তাই বা কোথায়? এই সমস্ত দুঃসহ

দুঃখ উদ্বাহ, অপত্যোৎপাদন ও অন্যান্য কার্য্য বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানব প্রকৃতির যেপ্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে আমারদের সমুদায় বৃত্তিকে যথোচিত সংযত করা উচিত। অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি অতি প্রবল হইলে অত্যন্ত লোভ বৃদ্ধি হইয়া প্রতারণা ও চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হয়, ও তাহার প্রতিফল রূপ নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারদের অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাঁহারা পুত্র কন্যার কুপ্রবৃত্তিতে উৎসাহ দিয়া তাহারদিগকে অবিনীত করেন ও অশিক্ষিত রাখেন; ইহাতে তাহারদের ও আপনারদিগেরও অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়। অতএব, যখন সমুদায় মনোবৃত্তিকে যথোচিত দমন করা উচিত, তখন কেবল অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে এ নিয়মের বহির্ভূত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। পরমেশ্বর আমারদের রিপু-দমন ক্রিয়াকে কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও তদুপযোগি শৃঙ্খলা স্থাপন করি-

য়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমারদিগের দেশীয় লোকেরা এই সমস্ত পরম শুভকর নিয়ম অবগত না থাকাতে, ক্রমাগতই তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন, ও তাহার প্রতিফল স্বরূপ যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। পরিবার প্রতিপালনের উপায় ধার্য্য না করিয়া যে বিবাহ করা উচিত নয়, ইহা এদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে কখনও উদয় হয় নাই। কেহ কেহ বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারের দুঃখ-স্রোত ও পাপ-প্রবাহ বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হইতেছেন। এই অধিবেদনের প্রথা যে পর্য্যন্ত অপকারক, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। অতএব, এ দেশীয় লোকে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা অধিবেদন ও তৎপ্রযোজক কৌলীন্য-মর্য্যাদা এই উভয় প্রথা প্রচলিত রাখাতে, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা আপনারদিগের দারিদ্র্য দশা বর্দ্ধিত ও পাপানল প্রবল করিতেছেন।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সক-

লকে তাহারদের বশবর্ত্তি রাখিয়া কার্য্য করিলে, ক্রমে ক্রমে অনিষ্ট নিবরাণ ও ইষ্ট সাধন হইয়া দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধি হইতে থাকে। জগদীশ্বর আমারদিগকে অতিবিস্তৃত উর্ব্বরা ভুমি প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি অত্যুৎকৃষ্ট ইউরোপীয় হলযন্ত্র দ্বারা তাহা কর্ষণ করি এবং উত্তমোত্তম বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যে পরিধেয় ও অপরাপর ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করি, তবে প্রতিদিবস অল্প ক্ষণ পরিশ্রম করিলেই প্রয়োজনোপযোগি সমুদায় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। লোকে যদি উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত কর্ম্ম করিয়া কায়িক পরিশ্রমে নিরস্ত হয়, এবং অবশিষ্ট কাল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনায় ক্ষেপণ করে, তবে তাহারদের সর্ব্ব প্রকারেই সুখোৎপত্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রয়োজনোপযোগি দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাহার উচিত মুল্য অবধারিত থাকে, অতএব পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় বিহিত বিধানে চালনা করিলে, সমুদায় মনোবৃত্তি সর-

স্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে ; তাহাতে যাদৃশ অপর্য্যাপ্ত আনন্দ অনুভূত হইতে পারে, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। ইহা হইলে দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, এবং সন্তানে পৈতৃক ও মাতৃক গুণ অধিকার করাতে পুরুষে পুরুষে স্বভাবের উন্নতি হইয়া আইসে। ইহাতে সন্তানেরা পূর্ব্ব পুরুষদিগের অপেক্ষায় কেবল অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে এমত নহে, তদপেক্ষায় তেজস্বি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় প্রাপ্ত হইতে, এবং তাহা লোক-হিতার্থে নিয়োজন করিয়া সাংসারিক সুখ সাধন করিতে সমর্থ হয়।

আমারদিগের দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এসমুদায় অভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়া স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অসম্ভাবিত বোধ হয়। এদেশে কৃষিকার্য্য যাহারদের উপজীবিকা, তাহারা সকলেই বিদ্যা-বিহীন ইতর লোক। তাহারা কৃষিবিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে কৃষিকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ

হয় না*। ভদ্র লোকেরা এ বৃত্তি অবলম্বন করা অবজ্ঞা-জনক বোধ করেন। এ দেশীয় কৃষাণেরা যে প্রকার রীতিক্রমে স্বীয় ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, তাহাতে যদিও তাহারদের অধিক সময় ক্ষেপণ হয়, এবং তন্নিমিত্ত তাহারদের বিদ্যা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা করণার্থে অবসর পাওয়া দুষ্কর, তথাপি তাহারা স্বীয় বৃত্তি দ্বারা স্ব স্ব পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতে পারে। কিন্তু এ দেশের কতক গুলি ভূস্বামি, এবং তাঁহারদের অনুচরেরা যেরূপ প্রজা নিপ্পীড়ন করিয়া অর্থাপহরণ করেন, তাহাতে প্রজাদিগের উদরান্ন সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। তাহারাও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যথোচিত চালনা না করাতে ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারে না। জ্ঞান-বল ও ধর্ম্ম-বলই প্রধান বল; যাহারা

---

* সম্প্রতি বারাসত গ্রামে এক টি কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় ভদ্র লোকের সন্তানেরা কৃষি কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত শুভ-সূচক এবং যাঁহারা ইহার সূত্র পাত করিয়াছেন তাঁহারা বিশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন। স্থানে স্থানে কৃষিবিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত না হইলে কোন মতে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারদিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবেক। আর ঐ সকল নিষ্ঠুর-স্বভাব দুর্দ্দান্ত ভূস্বামিও অবিহিত আচরণ দ্বারা আপনারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে অত্যন্ত প্রবল করাতে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহারদের কুব্যবহারে প্রজাদিগের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তন্মধ্যে যাহারা কিছু ক্ষমতাপন্ন, তাহারা তাঁহারদিগের অত্যাচার নিবারণার্থে বিশিষ্টরূপে সচেষ্টিত হয়। এই হেতু মধ্যে মধ্যে প্রজায় ও ভূস্বামিতে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ ঘটনার বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। প্রজার সহিত বিবাদ করিয়া অনেকানেক ভূস্বামিকে রাজদ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছে। ইহাও এক প্রকার কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলিতে হয়, যে তাঁহারা প্রজানিষ্পীড়ন করিয়া যত অর্থ সংগ্রহ করেন, এইরূপ মোকদ্দমাদি উপলক্ষেই তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়, বরঞ্চ কখন কখন ঋণ-জালে বদ্ধ হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এইরূপে, তাঁহারা প্রজাগণের নিষ্পীড়ন করাতে

তাহারদিগের অনাদর-ভাজন হইতেছেন,তদ্বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়েও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি কার্য্য না করাতে,সর্ব্বদা বিরক্তি, উৎকণ্ঠা, অপমান ও ধনক্ষয় রূপ অশেষ শাস্তি ভোগ করিতেছেন,এবং বোধ হয়, ভবিষ্যতে তাঁহারদিগকে এতদপেক্ষায়ও গুরুতর প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদি কোন দেশের কোন ভূস্বামী স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লোকের সহিত তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে পারেন, এবং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজা সকল জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া তদনুযায়ি আচরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তিনি অন্তরে ও বাহিরে কেবল সুখ-ব্যাপারই দৃষ্টি করেন তাহার সন্দেহ নাই। সমগ্রসীভূত মনোবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিয়া—স্বীয় অধিকারস্থ জনপদ সকল স্বর্গোপম সুখ-ধাম দৃষ্টি করিয়া—জ্ঞানবান্ পুণ্যাত্মা প্রজাদিগের প্রীতিভাজন হইয়া—বিবাদ বিসম্বাদ এবং অজ্ঞান ও অধর্ম্মজনিত দুঃখ সমুদায় হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া—আপনাকে পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অনুমতি পালনে সমর্থ জানিয়া তিনি যে প্রকার

অনুপম সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এদেশীয় দুঃশীল ভূস্বামিরা তাহার স্বাদগ্রহেও সমর্থ নহেন! ভূমণ্ডলে এরূপ অথবা এতদনুরূপ সুখ-ব্যাপার ঘটনা হওয়া এক্ষণে অসম্ভাবিত বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন জগদীশ্বর আমারদের শুভাভিপ্রায়েই সমুদায় বাহ্য বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আমারদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে তাহার সম্যক্ উপযোগিতা রাখিয়াছেন, তখন শীঘ্র না হউক, কাল বিলম্বেও তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া ভূমণ্ডল অপর্য্যাপ্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমারদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, স্বদেশের দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া তাঁহারদের তন্নিরাকরণার্থে লোকদিগকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে এদেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকে আপনারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য বুঝিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সমুদায়কে তাহার বশবর্ত্তি

রাখিয়া তদনুযায়ি সাংসারিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যেরূপ শরীরের স্থূলতা, দীর্ঘতা, বলবত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্যদিগের পরস্পর বিভিন্নতা আছে, তাঁহারদের মানসিক প্রকৃতি বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্ট করা যায়। যখন পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক এক প্রকার বৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন, তখন সকলেরই এক ব্যবসায় অবলম্বন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আপনার স্বাভাবিক শক্তি ও স্বদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদুপযুক্ত ব্যবসায় গ্রহণ করিলে জন-সমাজের কার্য্য সাধন হয়, এবং আপনারও অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুখপ্রাপ্তি হয়। আমারদিগের এই বিবেচনা না থাকাতে, এদেশ ঘোরতর দারিদ্র্য রূপ দাবানলে দগ্ধ হইতেছে। এদেশের ভদ্র লোকেরা কেবল রাজকীয় কর্ম্ম ও লিপিকর-ব্যবসায় ভিন্ন আর আর সমুদায় ব্যবসায়কে হেয় ও অপমান-জনক বোধ করেন, অল্প বাণিজ্যকে উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করেন এবং সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কার্য্য

কেবল ইতর লোকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। তাঁহারদের এই কুসংস্কার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত নহে; যাহাতে লোকের সুখহানি ও দুঃখ বৃদ্ধি হয়, তাহা কখনই এই সমুদায় প্রধান প্রধান মনোবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। অতএব, এই কুপ্রথা অবলম্বন করিয়া চলিলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, এবং নিয়ম লঙ্ঘন হইলেই দুঃখ ঘটনা হয়। এদেশের যে অংশে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই অংশেই এই নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিফল দৃষ্টিগোচর হয়। রাজপুরুষেরা প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে হিন্দুদিগকে অনধিকারি করিয়া রাখিয়াছেন, যে কয়েক টা বিচার-বিষয়ক কার্য্যে তাঁহারদের অধিকার আছে, তাহারও সংখ্যা অধিক নহে, অতএব ভদ্র লোকের মধ্যে অধিকাংশে কেবল লিপিকর-ব্যবসায় অবলম্বনেরই চেষ্টা করেন। বহু লোকে এক প্রকার বৃত্তি লাভার্থে সচেষ্ট হইলে, সহজেই কর্ম্ম অপেক্ষায় কর্ম্মার্থির সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, এবং তাহা হইলে সুতরাং কতক লোককে কর্ম্মাভাবে অবশ্যই নিরবলম্ব থাকি-

তে হয়, ও অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হয়। এ দেশীয় ভদ্র লোকদিগের অবিকল এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে। তাঁহারা রাজকীয় কার্য্যালয়ে, প্রধান প্রধান বণিক্‌দিগের বাণিজ্যাগারে, বা ভূস্বামিদিগের অধিকারে কোন কর্ম্ম প্রাপ্তির নিমিত্তেই অনন্য মনে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ ক্রমাগত ১০।১২ বৎসর বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তথাপি ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন না। তাঁহারদের এ ভ্রম কত দিনে দূরীকৃত হইবে? তাঁহারদের কি বিপরীত বুদ্ধিই উপস্থিত হইয়াছে! তাঁহারা দাসত্বকে পরম সুখকর জ্ঞান করেন, আর কৃষিকার্য্য, শিল্পকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায়ে প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চালনার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, এবং যাহা অবলম্বন করিলে আপনার স্বতন্ত্রতা ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ সহকারে অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তাহাকে অপকর্ম্ম ও উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। কিন্তু তাঁহারদের ভ্রম জন্মি-

য়াছে বলিয়া বাহ্য বিষয়ের অন্যথাভাব ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রণালীর ব্যতিক্রম হইতে পারে না; অতএব, তাঁহারা বিশ্বাধিপের অনভিপ্রেত কার্য্য করাতে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথাচরণ ও লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পূর্ব্বে যখন এক এক বর্ণের এক এক প্রকার বৃত্তি ছিল,—ব্রাহ্মণের যজন যাজনাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ও রাজকার্য্য, বৈশ্যের বাণিজ্যাদি, বৈদ্যের চিকিৎসা, কায়স্থের লিপিকরতা ও অন্যান্য লোকের অন্যান্য বৃত্তি ছিল, তখন এপ্রকার দুঃসহ ক্লেশ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদি ভদ্র লোকে ও বণিক্ তন্তুবায়াদি ইতর লোকে সকলেই লিপিকর হইবার জন্য ব্যগ্র। পূর্ব্বে যাহা কেবল কায়স্থের বৃত্তি ছিল, এক্ষণে সকল বর্ণেই সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যে অন্নে একজন মাত্রের উদরপূর্ত্তি হওয়া সম্ভব, তাহাতে দশ জনের ক্ষুধা নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? একারণ, ভদ্র লোকের পরিবার প্রতিপালন ও মান সম্ভ্রম

রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর ভদ্র লোকেরা শিল্পকর্ম্ম করিতে চাহেন না, অথচ ইতর লোকে ভদ্র লোকের বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, এ প্রযুক্ত শিল্পকর্ম্ম অপেক্ষা শিল্পি লোকের সংখ্যা অল্প হওয়াতে অক্লেশে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এইরূপে দিন দিন এদেশীয় লোকের দুঃখানল প্রজ্বলিত হইতেছে। কিরূপে কত কালে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে পরমেশ্বর-প্রসাদে দুঃখের একশেষ হইলে সুখের প্রারম্ভ হয়, এই আশায় নির্ভর করিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়, যে কখন না কখন আমারদের দুঃখ ভার মোচন হইবেক। দুঃখ ভোগই সুখ-চেষ্টার প্রবর্ত্তক হইবে, ও বিদ্যা প্রচার দ্বারা লোকের কুসংস্কার সকল বিনষ্ট হইয়া এক্ষণকার অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবে। কিন্তু এ দেশীয় লোকে যে কত কালে এই সকল যথার্থ তত্ত্বে আদর করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা এক্ষণে অনুমানেও আইসে না।

ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে কি প্রকার সাংসারিক অমঙ্গল ঘটনা হয়, ১৭৬৯ শকের বাণিজ্য-ঘটিত বিপত্তি তাহার সম্যক্ দৃষ্টান্ত-স্থল। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে ইউ-নিয়ন ব্যাঙ্কের অসম্ভ্রম ঘটনাই তাহার প্র-ধান কারণ, আর ইহাও অনেকের বিদিত থাকিতে পারে, যে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষদিগের সাতিশয় স্বার্থপরতাই তাহার তাদৃশ অসম্ভ্র-মের অদ্বিতীয় হেতু। প্রধান প্রধান বাণিজ্যা-গারের যে সকল অংশি ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষতা-পদে অধিকৃত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার সর্ব্বনাশ করেন। তাঁহারা সাধারণের ধন পর্য্যবেক্ষণ ও তদ্বিষয়ক সকল চিন্তনার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপন আপন লোভানলে আহুতি দানার্থেই তাহা নিয়ো-জন করেন।

কলিকাতাস্থ ইংরেজ বণিকেরা যে প্রকার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েন ও যেরূপে ব্যয় ব্যস-নাদি করিয়া থাকেন, অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ই তাহার প্রবর্ত্তক তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা অত্যল্প মূল ধন লইয়া কার্য্যা-রম্ভ করেন এখানকার অদূরদর্শি মনুষ্য-

দিগের নিকট হইতে বিনা প্রতিভূ ও বিনা মূল্যে ধন ও পণ্য গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা ছলে কলে কৌশলে নিজ নিজ বাণিজ্য-কার্য্য বিস্তারিত করিতে থাকেন, ও আপনারা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া নানা প্রকার ব্যসন ও ইন্দ্রিয়োপভোগ সমাধান বিষয়ে অতিব্যয়শীল হয়েন। উত্তম অট্টালিকা, বহুমূল্য সুদৃশ্য যান, শোভমান পরিচ্ছদ, বহু-সমৃদ্ধি-সাধ্য আহার বিহার ইত্যাদি বিষয়েই তাঁহারদের সমুদায় অর্থ ব্যয় হয়, সুতরাং অবিলম্বেই ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়া অসম্ভ্রম ঘটিয়া উঠে। এই সকল ইউরোপীয় বণিক্ কেবল ধনই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন; সুতরাং ইহাঁরদের ধর্ম্ম বিষয়ে তাদৃশ অনুরাগ নাই ও আপনার কুখ্যাতিতেও তাদৃশ লজ্জা বোধ নাই। অসম্ভ্রম হইলে ইহাঁরা ইন্সাল্‌বেণ্ট কোর্টের আশ্রয় লইয়া মহাজনদিগকে বঞ্চিত করেন, এবং অম্লান বদনে পূর্ব্ববৎ অধর্ম্ম-প্রযোজিত বাণিজ্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হয়েন। ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরাও এই শ্রেণিস্থ লোক। অতএব তাঁহারা স্বার্থ-পরবশ হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মকে লোভ রূপ জলধি-জলে বিসর্জ্জন দিলেন, আ-

পনারদিগের অর্থ সামর্থ্য অনুসারে যেরূপ ব্যবসায় সম্ভব তদপেক্ষায় বাহুল্য রূপ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন, এবং স্বীয় ধনে সেরূপ ব্যবসায় সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব দেখিয়া ঋণাদান ব্রত অবলম্বন করিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহারদের নীল-ব্যবসায়ই সর্ব্বনাশের হেতু হইল। তাঁহারা নীল-ব্যবসায় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে ব্যাঙ্ক হইতে রাশি রাশি মুদ্রা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহা সহজেই হস্তগত করিতে পারিয়াতে অতি স্বচ্ছন্দ রূপে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেরই এক প্রয়োজন—আপনার লোভ রিপুকে চরিতার্থ করা সকলেরই উদ্দেশ্য: অতএব, যিনি যখন উত্তান হস্তে উপস্থিত হইয়া আত্ম অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, অন্যান্য সকলে একমত হইয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ ব্যয়ের বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা না থাকাতে নীল প্রস্তুত করিতে বহু ব্যয় হইতে লাগিল, অনেকে নীলের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহার মূল্য ন্যূন হইয়া আসিল, কোন বৎসর বা নীলোৎপত্তির ব্যাঘাত হওয়াতে বণিক্‌দিগের অত্যন্ত ক্ষতি

হইতে লাগিল। এইরূপে, বর্ষে বর্ষে যত ক্ষতি হয়, তাহারা কেবল ব্যাঙ্কের ধন লইয়া তাহা পূরণ করেন। ইহাতে ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের যে কোটি টাকা মূলধন, তাহার প্রায় সমুদায়ই কয় জন বিখ্যাত বণিকের হস্তগত হইয়া এ-কেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল!

১৭৬৯ শকে কলিকাতা নগরে যে প্রকার বাণিজ্য বিষয়ক বিপত্তি ঘটনা হয়, তাহার মূল কারণ বিষয়ে যৎ: কিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্যই ইহার এক মাত্র হেতু। ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা অর্থ লোভে বিমূঢ় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পূর্ব্বক অতি প্রবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আদেশানু-যায়ি কার্য্য করাতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, এবং এই নিমিত্তে তাঁহারদিগকেও স্বীয় পাপে-র প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারদিগের অসম্ভ্রম ও মান-ভ্রংশ হইল, স্ব স্ব বাণিজ্যাগারের কর্ম্ম বন্ধ হইল, সঞ্চিত ধন ক্ষয় হইল, এবং তাঁহারা জন-সমাজে প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক রূপে

পরিচিত হইয়া সকলের অনাদরণীয় ও অবিশ্বস্ত হইলেন। যদি তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যুক্তিময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে তাহারদের বশবর্ত্তি রাখিয়া স্ব স্ব অর্থ সামর্থ্য ও আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্ব্বক আপন আপন বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এবং নিঃস্বার্থ ও লোক-হিতার্থি হইয়া যথা নিয়মে ব্যাঙ্কের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন, তবে এপ্রকার দুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না, এবং তাঁহারদিগকেও এরূপ লজ্জা ও ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হইত না।

যখন জগদীশ্বর আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে অপরাপর মনোবৃত্তি অপেক্ষায় প্রধান করিয়াছেন, ও বাহ্য বস্তু সমুদায়কে তদুপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান বৃত্তির উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেই সুখোৎপত্তি ও তাহা না করিলেই অনিষ্ট ঘটনা হয়, তখন লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি নিয়ম সকল সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স-

মুদায় যথা নিয়মে মার্জ্জিত ও উন্নত না হয়, তথায় সুবিবেচনা-সিদ্ধ ব্যবহার-প্রণালী সংস্থাপিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। মূঢ়দিগের সমাজে বাস করিলে পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিও তাহারদের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া স্বাভিমত কার্য্য সাধনে অপারগ হয়েন; বরঞ্চ কত কত পরম ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তি স্বদেশস্থ কুসংস্কারাবিষ্ট মূর্খদিগের অত্যাচারে অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বে এ কথার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে, এবং এক্ষণেও দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই এ বিষয়ে পাঠকবর্গের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিবেক।

যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন, এবং তথায় বিশিষ্ট রূপে বিদ্যালোচনা করিতে বাসনা করেন, তবে তিনি তথায় আপনার প্রয়োজনোপযোগি পুস্তক প্রাপ্ত না হইয়া সাতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইবেন,—তাঁহার অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য হইবেক। যদি তত্রস্থ লোকে সুচারু রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইত, এবং তদ্দ্বারা বিদ্যার মর্য্যা-

না জানিয়া তাহার অনুশীলনার্থে উত্তমোত্তম পুস্তকালয় স্থাপন করিত, তবে বিদ্যার্থিরা তথায় বাস করিলে জ্ঞান-তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন।

পল্লীগ্রামে ও সমুদায় সামান্য নগরে যে উৎকৃষ্ট রূপ বিদ্যা শিক্ষার উপায় নাই, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কলিকাতাস্থ বিদ্যালয় সমুদায়েও যে প্রকার প্রণালীক্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপনা সম্পন্ন হয়, তাহাও উত্তম নহে, তাহাতেও বিস্তর দোষ আছে। সেখানেও বালকদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি যথা নিয়মে চালিত, বর্দ্ধিত ও নিয়োজিত হয় না, এবং অনেকানেক সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় পরম শুভদায়ক অত্যাবশ্যক বিজ্ঞান-শাস্ত্রও উপদিষ্ট হয় না। যদি এতদ্দেশীয় কোন মার্জ্জিত-বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট রীতি ক্রমে স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিতে অভিলাষ করেন, তবে যত দিন অন্যান্য লোকে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানাপন্ন হইয়া আপন আপন পুত্রদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিক্ষা সাধনার্থে তদুপযোগি বিদ্যালয় সংস্থাপন না করিবেন, তত

দিন তিনি কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বাস্তবিকও, এক্ষণে কোন কোন ব্যক্তিকে এদেশীয় বালকদিগের সুশিক্ষা প্রাপ্তির অনুপায় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারদের সংখ্যা অধিক নহে। বহু লোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে এতাদৃশ বিষয় কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

এদেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, ও অজ্ঞ লোকদিগের অশেষ প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া যেরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা এদেশীয় ইংলণ্ডীয় ভাবাধ্যায়ি অনেকানেক ব্যক্তি সবিশেষ অবগত আছেন। কৌলীন্য মর্য্যাদা, অল্প বয়সে বিবাহ, বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার প্রতিষেধ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা যে প্রকার প্রভূত দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে ও যাদৃশ পাপানল প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তথাপি লোক ভয়ে এই সকল কুরীতির উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ নহেন।

কোন কোন দেশের লোকে সুরা অহিফেণ প্রভৃতি মাদকসেবনে অত্যন্ত আসক্ত হ-

ওয়াতে আপনারদের বিশিষ্টরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। কোন সদ্বুদ্ধিশালী দেশহিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশীয় লোকের এই বিষম বিগর্হিত কুব্যবহার রহিত করিবার মানস করিলে কোনমতেই কৃতকার্য্য হইবেন না। বরং তাঁহার স্বীয় সন্তানদিগকেও এবিষয়ে নির্দ্দোষ রাখা সুকঠিন হইবে। তাহারা চতুর্দ্দিকে কুদৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়া অবিলম্বেই তাহার অনুবর্ত্তি হইতে পারে। যত দিন তদ্দেশীয় লোকের সেই দেশাচারকে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও দুঃখ-দায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হইবে, তত দিন তাহা রহিত হইবার সম্ভাবনা নাই*। অতএব, সর্ব্ব সাধারণ লোকে বিহিত বিধানে বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা না করিলে, কোন ক্রমেই কোন দেশের কল্যাণ নাই।

---

* এতদ্দেশীয় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সুরাপান করা গর্হিত বলিয়া স্বীকার করেন না, বরং উপকারি বোধ করেন। অতএব, পরিশিষ্টে এবিষয় বিচার করা যাইবে।

কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বদেশীয় লোকের যে প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে ও সর্ব্ব দেশেই যেরূপ রীতিবর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরম শুভদায়ক অভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে লোকে কেবল অর্থ উপার্জ্জন মাত্র শরীর ধারণের প্রধান প্রয়োজন ও জীবনের সার কার্য্য বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করে। জন-সমাজের অধিক লোক কেবল ধন-লালসাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই ব্যগ্র, মানব জন্মের সার্থক্য-সাধক প্রধান প্রধান বৃত্তিদিগকে চালনা করা যে অত্যন্ত আবশ্যক, ইহা ভ্রমেও একবার চিন্তা করে না। যাহারা স্বাবকাশ ও সদুপায় থাকিতে জ্ঞান চর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলন না করে, তাহারদের অপরাধের আর পরিসীমা নাই। কিন্তু শ্রমোপজীবি সামান্য লোক প্রভৃতি যাহারদিগকে সমস্ত দিবসই শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহারদের যথা নিয়মে বিদ্যালোচনার সম্ভাবনা নাই। যাহারদিগকে সমস্ত দিবস কায়ক্লেশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে

হয়, তাহারদের বিদ্যাশিক্ষার্থে অবসর থাকে না, এবং ১০। ১২ ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রমের পরে বুদ্ধিবৃত্তি চালনার সামর্থ্যও থাকে না। যে সকল ব্যবসায়ি লোকে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল বা রাত্রি ৯। ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে, তাহারদের জ্ঞানানুশীলনের অবকাশই বা কোথায়? যোগ্যতাই বা কোথায়? ফলতঃ, বর্ত্তমান সাংসারিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া শারীরিক পরিশ্রমের হ্রাস না করিলে, আপামর সাধারণ সকল লোকের যথোচিত বিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সমুদায় অভিপ্রায় পাঠ করিয়া কেহ যেন এরূপ বোধ না করেন, যে কিছু মাত্র শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যুত, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও নিতান্ত কর্ত্তব্য। শরীর চালনা করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ, দেহের লঘুতা বোধ, চিত্ত-স্ফূর্ত্তি ও পরম সুখানুভব হয়। বিশেষতঃ, কেবল শারীরিক সুস্থতা মাত্রের উদ্দেশে অঙ্গ চালনা করা অপেক্ষায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনার্থে পরিশ্রম করিলে শরীরের অধিক সুস্থতা ও মনের অধিক

সুখ সম্পন্ন হয়। অনতিদীর্ঘ কাল পরিমিত পরিশ্রম করা অতি উপকারক ও সকলের পক্ষেই বিধেয়। পরিশ্রম মাত্রকে অনিষ্টকর জ্ঞান করা মূর্খতার কর্ম্ম; কেবল তাহার আতিশয্যই অপকারক ও নিন্দনীয়। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়মাতীত প্রগাঢ়রূপ পরিশ্রম করিলে, বীর্য্য-ক্ষয় ও ক্লেশানুভব হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনায় অপারগ হইতে হয়।

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে অধিকারি করিয়াছেন, তৎ সম্পাদনার্থে সচেষ্টিত থাকাই তাঁহার পরম পুরুষার্থ। তবে শরীর রক্ষা করিতে হইলেই অন্ন, বস্ত্র, ও বাসস্থান আবশ্যক; এপ্রযুক্ত তিনি তদুপযোগি বুদ্ধি, বল, ও শিল্প-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব, তাঁহার এই সকল নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়া নিন্দনীয় নহে। কিন্তু নিকৃষ্ট বিষয় সাধনার্থে উৎকৃষ্ট বিষয়ে অবহেলা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। সর্ব্বদেশীয় ধনিদিগেরই এই বাসনা, যে আপনারা ঐশ্বর্য্য ভোগে মগ্ন থাকিয়া পরম সুখে

কাল যাপন করেন, আর অন্য লোকে কেবল তাঁহারদের ইন্দ্রিয়-সেবা সাধনার্থে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ঘোরতর অজ্ঞান ও সাতিশয় স্বার্থপরতার কার্য্য। যাঁহারা পরমেশ্বরের নিয়ম অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তদর্থে মানব প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই এ মতে সম্মত হইতে পারেন না। কোন দেশীয় কোন শ্রেণিস্থ লোকে কেবল কায়িক ক্লেশ করিয়া আয়ুঃশেষ করিবার নিমিত্তে জন্ম-গ্রহণ করে নাই। পরমেশ্বর ধনি, মধ্যবর্ত্তি, নির্দ্ধন সকল শ্রেণিস্থ লোককেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং তৎ সমুদায়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি তাহাও সকলের হৃদয়ঙ্গম আছে। ধনহীন ইতর লোকদিগের এই সকল বৃত্তি যে বিফলে যাইবে, ইহা কখনই সর্ব্ব-লোক-পালক পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যদি তাহারা ভারবাহ পশুদিগের ন্যায় কেবল গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে কায়িক ক্লেশ করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইত, তবে তিনি তাহারদিগকে ঐ সমুদায় মহীয়সী মনোবৃত্তি কখন প্রদান করিতেন না। অত-

এব, সর্ব্বসাধারণেরই স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু সময় জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় ক্ষেপণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সামান্য লোকদিগের এরূপ ব্যবহার করা যাহাতে সুগম ও সুসাধ্য হয়, ধনি ও জ্ঞানি ব্যক্তিদিগের তদর্থে চেষ্টা করা এবং রাজা ও রাজপুরুষদিগের তদনুকূল নিয়ম সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এক্ষণে কর্ম্মোপজীবি লোকদিগকে দিবসের অধিক ভাগ বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া এপ্রকার অবধারণ করা উচিত নহে, যে চিরকালই মনুষ্যদিগকে এইরূপ কুরীতি পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালেই এ আশঙ্কার সম্ভাবনা নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারদিগের জ্ঞানানুশীলনে অনুরাগ ও চেষ্টা আছে, তাঁহারা এক্ষণেও তদর্থে উপায় ও অবকাশ করিয়া লয়েন। এক্ষণে যাহারদিগকে ক্লান্তিকর প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনার্থে অবকাশ পাওয়া দুষ্কর বটে; কিন্তু ইদানীং বিজ্ঞান শাস্ত্রের,

বিশেষতঃ শিল্পবিদ্যার যেরূপ উন্নতি হই-
তেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে মনুষ্যের কায়িক
শ্রমের লাঘব হইয়া অল্প কালে সংসার নি-
র্ব্বাহের উপযোগি সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হ-
ইতে পারিবে। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যকে
যদর্থে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন,তিনি তদর্থে
তাহা নিয়োজন না করাতেই দুঃখ-ভাজন
হইতেছেন। ইংলণ্ডাদি যাবতীয় দেশে শিল্প
বিদ্যার বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়া নানাবিধ
শিল্পযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে,তথাকার ধনলোভি
লোকেরা তদ্দ্বারা অবকাশ লাভের চেষ্টা
না করিয়া কেবল অর্থ উপার্জ্জনেরই পন্থা
দেখেন। তাঁহারদের অতিপ্রবল অর্জ্জনস্পৃ-
হা বৃত্তি যে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে
পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্দেহ
নাই। জগদীশ্বর কি এই নিমিত্তে আমার-
দিগকে বাষ্পের অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ ও
বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার শক্তি প্রদান ক-
রিয়াছেন, যে আমরা তৎ সহকারে পূর্ব্বা-
পেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভোজ্য ও ব্যবহা-
র্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করণার্থেই যাবৎ কাল নি-
যুক্ত থাকিব? তিনি কি কেবল এই নিমিত্তে

আমারদিগকে জড় পদার্থ বিশেষের অসাধারণ গুণ ও আশ্চর্য্য শক্তি নিরূপণের ক্ষমতা দিয়াছেন, যে ভুরি ভুরি গৃহ নির্ম্মাণ ও রাশি রাশি বস্ত্র বয়নাদি নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থেই তৎ সমুদায় নিয়োজন করিব? ইহা কাহারও অবিদিত নাই, যে এক্ষণে বাষ্পীয় পোত দ্বারা এক বৎসরের পথ এক মাসে ও বাষ্পীয় রথ সহকারে এক মাসের পথ এক দিবসে গমন করিতে পারা যায়। জগদীশ্বর আমারদিগকে কি নিমিত্তে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার সাধনে সমর্থ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যে আমরা উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনার্থে যথেষ্ট অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারি, এই নিমিত্তেই পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর আমারদিগকে যন্ত্র নির্ম্মাণের ক্ষমতা দিয়াছেন, ও বায়ু বহ্ন সমুদায়ও তাহার উপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, যাহাতে সর্ব্ব শ্রেণীস্থ লোকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে অল্প ক্ষণ

বিষয় কার্য্য করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় [illegible] করিতে পারে, ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব শ্রেণীস্থ লোকেই সমানরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভে অধিকারি হয়, এইরূপ সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত হওয়াই আবশ্যক। লোকে যদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক মানব প্রকৃতির বিষয়ে বিশিষ্ট রূপে শিক্ষিত ও বিশ্ব-কার্য্যের আলোচনা পূর্ব্বক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে অবশ্যই মর্ত্ত্যলোকের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এক পুরুষে বা দুই পুরুষেই যে এই মনোরম মনোরথ পূর্ণ হইবে ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। মনুষ্যের যে প্রকার প্রকৃতি ও যাদৃশ অল্পে অল্পে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে একপ আশু উন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সকল পরম শুভকর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে যে কত শতাব্দী গত হইবেক তাহার নিশ্চয় কি? কিন্তু যখন এই সমুদায় শুভদায়ক অভিপ্রায় আমারদের প্রকৃতি-মূলক, সুতরাং পরমেশ্বর-

প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড্য নিয়মের অনুযায়ি, তখন কোন না কোন কালে যে তাহা সম্পন্ন হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন জন-সমাজস্থ সর্ব্ব সাধারণ লোকের মূর্খতা সুপণ্ডিত মহাশয় ব্যক্তিদিগের শুভাভিপ্রায় সম্পন্ন হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক, সেইরূপ অর্থ ও বংশ-মর্য্যাদার অতিমাত্র গৌরবও তাঁহারদের সমুচিত সমাদর লাভ ও লোকের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের অত্যন্ত প্রতিকূল। ধন মাত্র মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনের উপায় রূপে নির্দ্ধারিত থাকাতে, তাহাই সংসারের সার বস্তু বিবেচনা করিয়া,লোকে নানা ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক প্রাণ পণে তৎ সঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পরিহার পূর্ব্বক ধনতৃষ্ণাতুর সম্ভ্রান্ত বিষয়ি লোকদিগের চরিত্রকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। বহু-মূল্য পরিচ্ছদ, উত্তম বেশ ভূষা, বাহ্য আড়ম্বর, উদ্বাহ-বিষয়ক কুলকর্ম্ম, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপে বহুতর ব্যয় ইত্যাকার সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারিলেই এদেশে সম্যক রূপে সুখ্যাতি ও সমাদর লাভ করা যায়। যাহার

যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, সে অতিশয় অসচ্চরিত্র হইলেও লোকে তাহাকে অসামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, এবং যে ধনবান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন, তিনি সকলের পূজনীয় হয়েন,—তাঁহার যশোগান চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রুত হইতে থাকে। ধন সংগ্রহার্থে চৌর্য্য, প্রতারণা,বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানা প্রকার বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম করিলেও জনসমাজে তাঁহার মানের ত্রুটি ও প্রকাশ্য রূপে অপযশঃ ঘোষণা হয় না। নির্দ্ধন লোকে অত্যন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন ও পরম ধার্ম্মিক হইলেও, তাদৃশ ধনি ব্যক্তির অসামান্য মানের দশাংশের একাংশও প্রাপ্ত হয় না। তিনি বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা মনের মালিন্য গোপন করিয়া রাখেন, এবং লোকেও অন্তরের পবিত্রতা বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া বাহ্য শোভারই পূজা করে। ধনাঢ্যদিগের চরিত্র অত্যন্ত দোষাকর হইলেও লোকে তাহাতে বিরাগ প্রকাশ করে না, বরং তদ্দৃষ্টে আপনারাও তদনুবর্ত্তি হইয়া চলিতে আরম্ভ করে। ইহাতে, এক্ষণে যে প্রকার কুৎসিত রীতি নীতি প্রচ-

লিত হইয়াছে, তাহাতে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি-দিগের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় সকল দে-শেই ধন সম্পত্তির সমান আদর আছে ব-লিয়া এরূপ অবধারণ করা কদাপি উচিত নহে, যে বিশ্বাধিপতি ধনকে সর্ব্বোপরি পূজনীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকের যখন যে প্রকার সংস্কার থাকে, তখন তদনুযায়ি আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়। অত্যন্ত অস-ভ্যাবস্থায় জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় প্রবল থাকে, সুতরাং তখন নিষ্ঠুর-স্বভাব যুদ্ধ-ক্ষম বলিষ্ঠ ব্যক্তিরাই প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়, এবং বোধ করি, তৎকাল-প্রাপ্য সমধিক সুখ সম্ভোগে সমর্থ হয়। ভারতীয় মহাসা-গরস্থিত দ্বীপ বিশেষের লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মনুষ্য বধ করিয়া নিজ গৃহে যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, সে তদ্দেশীয় লোকের নিকট তত সমাদর প্রাপ্ত হয়। বো-র্ণিও, সেলিবিস্, মলুক্ প্রভৃতি নানা-দ্বীপ-নি-বাসি হোরফোর নামক লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে, যে নর হত্যা করিয়া তদীয় কপাল প্রদর্শন করিতে না পা-

রিদ্রে বিবাহ হয় না। একণে যাঁহারা সভ্য জাতি বলিয়া খ্যাত আছেন, তাঁহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারদের ঐ সকল প্রধান বৃত্তি অদ্যাপি নিকৃষ্ট বৃত্তিদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাঁহারদের অর্জ্জনস্পৃহাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল থাকাতে, ধনই সর্ব্বাপেক্ষায় স্পৃহণীয় ও আদরণীয় বলিয়া জ্ঞান আছে। ইংরেজদিগের ন্যায়-বিরুদ্ধ ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য ও যুদ্ধবিগ্রহ এবিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান রত্ন প্রধান রত্ন, এবং ধর্ম্ম রূপ পরম পদার্থ সকল অপেক্ষার পূজনীয়। অতএব, যৎ পরিমাণে মানববর্গের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে বশবর্ত্তি করিবেক, তৎ পরিমাণে ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আদর বৃদ্ধি হইয়া পরমেশ্বরের পরম শুভকর অভিপ্রায় সমুদায় সম্পন্ন হইতে থাকিবেক।

পরমেশ্বর আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিয়া-

ছেন, ও বাহ্য বস্তু সকলও তাহারদের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তির ঐ সমুদায় বৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষায় প্রবল, তাহাকেই সমধিক সমাদর ও শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, এবং লোকের তদ্বিষয়ের তারতম্যানুসারে মান,মর্য্যাদা ও পদোন্নতির তারতম্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই প্রকার গুণাগুণ অনুসারে লোকশ্রেণীর ইতর বিশেষ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং এই প্রকারে উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করিলেই তাঁহার নিয়মানুগত কার্য্য করা হয়। ফলতঃ, লৌকিক প্রতিবন্ধক না থাকিলে জনসমাজের এইরূপ ব্যবস্থাই সংস্থাপিত হইতে পারে, কেবল লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য এই পরম রমণীয় মনোরথ সাধনের সম্যক্ প্রতিকূল হইয়াছে।

ধন-মর্য্যাদার ন্যায় বংশ-মর্য্যাদাও ন্যায়বিরুদ্ধ ও অনিষ্ট-কারক। যদি মান্য কুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি অতি অযোগ্য পাত্র হয়,—ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি ঘোরতর মূর্খ ও অতিশয় অধার্ম্মিক হয়েন, কুলীন-পুত্র যদি সর্ব্ব প্রকার দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হয়েন, এবং রাজকুমার

যদি পিশাচবৎ পাযণ্ড নরাধম হয়েন, তথাপি লোক-সমাজে তাঁহারদের আদরের ত্রুটি হয় না;—হীন-বর্ণ, অকুলীন ও ধনহীনদিগকে অবশ্যই অবশ্য তাঁহারদিগের পূজা করিতে হয়। যখন জগদীশ্বর আমারদিগকে লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন সৎ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করা অন্যায় নহে, এবং যখন ভক্তি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন উপযুক্ত গুণবান্ পাত্রকে সমাদর করা তাঁহার অনভিপ্রেত নহে, কিন্তু সদসৎ বিবেচনা পূর্ব্বক যোগ্য পাত্রেই ভক্তি নিয়োজন করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। লোক-কল্পিত কুল-মর্য্যাদানুসারে অশেষ দোষাকর গুণ-শূন্য ব্যক্তিরা যে শান্ত-স্বভাব গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যদিগের দ্বারা আদৃত ও পূজিত হয়, এবং তাঁহারদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাঁহারদের উপর প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব করে, ইহা কদাপি পরম ন্যায়বান্ বিশ্ব-নিয়ন্তার অভীষ্ট নহে। পরমেশ্বর-প্রদত্ত প্রধান প্রধান প্রকৃত গুণ সমুদায়ই ভক্তির ভাজন; লোক-কল্পিত বংশ-মর্য্যাদা কদাপি তাহার বিষয় নহে।

এইরূপ অবিহিত আচরণ পরমেশ্বরের নিয়মানুগত নহে, অতএব তদ্দ্বারা নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। লোকে বাল্যকালাবধি অকিঞ্চিৎকর কুল, মান, উপাধি এই সমুদায়েরই সমাদর করিতে শিক্ষা করে, যাহাতে যথার্থ কৌলীন্য ও যথার্থ শ্রেষ্ঠতা লব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে তাহারদের কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না। ইহাতে সর্ব্বদাই এ প্রকার ঘটিয়া উঠে, যে অনেকে কুলীন বা ধনাঢ্য লোকের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্তে তত্তদ্বংশোদ্ভব বুদ্ধি-হীন রিপু-প্রধান নিকৃষ্ট পাত্রের সহিত আপনার অতি উৎকৃষ্টতর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-ভূষিতা কন্যায় বিবাহ দিয়া স্বীয় দৌহিত্র বংশের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করেন; কারণ এরূপ অপকৃষ্ট পাত্রের ঔরসে সেই কন্যার যত সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা অবশ্যই ধর্ম্ম ও বুদ্ধি-শক্তি বিষয়ে হীন হয়, তাহার সংশয় নাই। অকুলীন ধন-হীন লোকেরা যদি কোন ক্রমে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে তাহা স্বীয় পরিবারের ও জন-সমাজের উন্নতি সমাধানার্থে ব্যয় না করিয়া কুল-ক্রিয়া করণার্থে সমর্পণ করে,

এবং একটা কুল-সম্পর্ক করিতে পারিলে, তাহারদের অভিমান বর্দ্ধিত ও যশোভিলাষ প্রবল হইয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, ও তদ্দ্বারা কুল-মর্য্যাদা রূপ অন্ধ কূপে ভূরি ভূরি অর্থ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এদেশের ন্যায় ইউরোপেও বংশ-মর্য্যাদার বিলক্ষণ আদর আছে। তত্রত্য মান্য-বংশোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আপনারদিগকে অপ্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করেন, এবং অন্যান্য লোকে স্বকীয় কুলের উন্নতি সাধনার্থে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এদেশীয় বল্লালসেন-সংস্থাপিত কৌলীন্য-প্রথা দ্বারা যে সমস্ত মহানিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের গুণাগুণ বিবেচনার প্রথা না থাকিলে, বংশ-মর্য্যাদা রূপ বিষময় বৃক্ষে যেরূপ ফল ফলিত হয়, এ দেশীয় অজ্ঞানান্ধ কুলীন ও ধনিদিগের চরিত্র তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। যে দেশে এই প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তত্রত্য তত্ত্বদর্শি সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও তাহা অতিক্রম করিয়া যথাবৎ সত্যানুষ্ঠান করা সহজ ব্যাপার নহে।

অদ্যই যে বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি সমুদায় এককালে রহিত হইয়া যায়, ইহা আমারদিগের উদ্দেশ্য নহে। যখন মনুষ্য-সাধারণে যথোচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা সম্যক রূপে অবগত হইবে, এবং তৎ সহকারে এই প্রস্তাবোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় অতি যথার্থ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখন আপনা হইতেই এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু এক্ষণে ইহা আমারদিগের বক্তব্য বটে, যে ধনবান্ সম্ভ্রান্ত লোকে জন-সমাজে বিশিষ্ট রূপ গণ্য মান্য হইয়াও যে তদুপযুক্ত গুণ ধারণ করেন না, ইহা তাঁহারদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। উচ্চ পদের উপযুক্ত না হইয়া তাহাতে অধিরূঢ় থাকিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। বাস্তবিকও, এদেশীয় বহু-দোষাকর বিদ্যা-শূন্য ধনি ও কুলীন-সন্তানেরা বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপহাস-স্থল হইয়াছেন। বেশ, ভুষা, বাহ্য শোভা এ সমুদায় যথার্থ গুণের চিহ্ন নহে, বরং যাহারা এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করে, ও যে সকল ব্যক্তি এই সমুদায় বিষয়কে বিশিষ্ট রূপ

আদরণীয় বোধ করে, উভয়েরই ঘোরতর অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যদিও এক্ষণকার বিদ্যাবান্ নামে প্রসিদ্ধ যুবকদিগের মধ্যে অনেকে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বানের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিষয়েই বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের এরূপ ব্যবহার ছিল না। তাঁহারা এ সমুদায় বিষয়কে সামান্য বোধ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মকে পরম রত্ন স্বরূপ মনে করিতেন, এবং আপনারদের মধ্যে যাঁহারা তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারদিগকেই যথার্থ শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় জ্ঞান করিতেন।

কিন্তু আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তিকে যথা নিয়মে নিয়োজন না করাতে, এই বিষম দোষাকর ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, তাহারদের উচ্ছেদ চেষ্টা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এই উভয়ই মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অতএব তাহারা কোন কালে স্বকীয় প্রভাব প্রকাশে বিরত হইবেক না। তবে বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবলতার তারতম্যানুসারে তাহারদের উপভোগ্য বিষয় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কোন দেশীয় লোকে শ-

স্ত্রীরের চিত্র বিচিত্রতা, কোন জাতীয় লোকে যুদ্ধ-সামর্থ্য, কোন জাতীয় লোকে বা লোকাচার-সিদ্ধ দলাধ্যক্ষতা বিষয়ে আপনার প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারিলেই জন-সমাজে সমাদর লাভ করে। তাহারদের আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি এই সমস্ত নিকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই পরিতৃপ্ত হয়। যৎ পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, তৎ পরিমাণে ঐ উভয় বৃত্তি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বিষয়লাভার্থে সচেষ্ট হয়। কালে কালে লোকে এই দুই প্রবল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থে যে সকল অসাধ্য-সাধন কল্পে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার পুরঃসর যে সমুদায় বিষম সঙ্কট-জনক দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহারদিগকে সদ্বিবেচনানুসারে নিয়োজন করিতে পারিলে, মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিষয়ে বিস্তর উপকার দর্শে। যদি এই প্রকার নিয়ম থাকে, যে লোকে কেবল স্বকীয় গুণানুসারে মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে, এবং ধনাঢ্য, কুলীন বা ব্রাহ্মণ-সন্তানেরাও যোগ্য

পাত্র না হইলে কোন ক্রমেই পৈতৃক মর্য্যাদার অধিকারি হইবেক না, তবে ঐ সকল মান্য-কুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে স্বকীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থে জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে একান্ততঃ যত্ন পাইতে হয়, এবং অপর লোকদিগেরও আপন আপন গুণানুরূপ মান ও যশঃ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনারদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি চেষ্টায় অনুরাগ ও উৎসাহ হয়। প্রত্যুত, বংশপরম্পরাগত মান, মর্য্যাদা ও উপাধি প্রাপ্তির প্রথা প্রচলিত থাকিলে, মানি ব্যক্তিদিগের মান সম্ভ্রম লাভ স্বকীয় গুণের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং তাঁহারদের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে তাদৃশ চেষ্টা থাকে না। কাল্পনিক কুলীনেরা, অর্থাৎ কুল-মর্য্যাদা-বিশিষ্ট বিদ্যা-রহিত অধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা অপর সাধারণের বিদ্যা শিক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহ প্রদান করেন না, বরঞ্চ তদ্বিষয়ে প্রতিপক্ষতাচরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক কুলীন, যাঁহারা প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগকে বিহিত বিধানে চালিত, মার্জ্জিত ও উন্নত ক-

রেন, তাঁহারা সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞান ও ধর্ম্মো-ন্নতি এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি বিষয়ে অকপট অনুরাগ ও অসাধারণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব, যদি ভূমণ্ডলে অশেষ দোষাকর কাল্পনিক কুলীনতা রহিত হইয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক কৌলীন্যই স্থাপিত হয়, তবে তৎ-প্রদাভিষিক্ত বহু-গুণাকর মহা-ত্মারা স্বেচ্ছা ও স্বার্থ উভয় কারণেই আপামর সাধারণ সকল লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও মহোন্নতি সম্পাদনে উদ্যত হইবেন; কেন না তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, যে স্বদেশস্থ লোক সকল সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে, তাঁহারদের সুখ, সম্মান ও সার্থকতা সম্যক্ রূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহা হ-ইলে এই পৃথিবী কি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুখ-ধাম হইবে!—ভূমণ্ডল জ্ঞান-জ্যোতিতে প্র-দীপ্ত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম রম-ণীয় রূপ ধারণ করিবে!

লোকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধর্ম্ম বিষয়ক নি-য়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার দণ্ড ভোগ করে, তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে, কোন দে-শীয় জন সাধারণে সমবেত হইয়া দেশান্তরীয়

লোকের উপর অত্যাচার করিলে তাহার যে প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতেছে।

যেসকল মনোবৃত্তি মনুষ্য ও ইতর জন্তু উভয়েরই আছে, কেবল স্বার্থ সাধন যে তাহার প্রয়োজন, এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। যেরূপ, বিভিন্ন জাতীয় ইতর জন্তু সেই সমুদায় স্বার্থসাধিকা বৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া পরস্পর প্রহার ও সংহার করে, সেইরূপ বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যেরাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া চলিলে পরস্পর পশুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, বরং তদ্বিষয়ে আপনারদের অতি প্রথরা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করাতে, হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। এ কাল পর্য্যন্ত কোন দেশীয় লোকে দেশান্তরীয় লোকের প্রতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। আবহমান কাল বলবীর্য্য-বিশিষ্ট দুর্দ্ধর্ষ লোকে বীর্য্যহীন ক্ষীণ লোকের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার এবং তাহারদিগকে পরাভূত ও নষ্ট করিয়া আসি-

তেছে। কোন কোন জাতি প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর মনুষ্যদিগের অত্যাচারে একেবারে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। সমুদায় অশুভ ঘটনা হইতেই কিছু কিছু সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদনুসারে ঐ দুনীত দুঃশীল লোকদিগের দুর্ব্ব্যবহার দৃষ্টে এই নীতি শিক্ষা করা উচিত, যে কোন জাতীয় লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং শারীরিক শক্তির নিতান্ত হ্রাস করা কর্ত্তব্য নহে। হিংস্র-স্বভাব পশু ও মনুষ্যদিগের অত্যাচার নিরাকরণার্থে ঐ সমুদায় অত্যন্ত আবশ্যক। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ চেষ্টা করা উচিত নহে।

পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর যে মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রূপ রমণীয় ভূষণে ভূষিত করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব পদ প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তিনি জনসাধারণের স্বজাতীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা সমুন্নতি বিষয়ে ঐ সকল প্রধান প্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন কিনা? আর যাহারদের প্রভূত বল, প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকে, তাহারা যদিও

দুর্ব্বলদিগের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার করিতে পারে, কিন্তু এইরূপ অধর্ম্মাচরণ সুখ সৌভাগ্য সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায় কি না? এ দুই প্রস্তাব বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা এই উভয়ই ধনাগমের উৎকৃষ্ট উপায়। মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য দানে প্রস্তুত আছেন; আমরা শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা সহকারে হস্ত বিস্তার করিলেই যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারি। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ এবং দস্যু তুল্য বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছু কাল দুর্ব্বলের ধন হরণ পূর্ব্বক ভোগ করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা অর্থের আকর ক্রমে ক্রমে শূন্য হইয়া আইসে। অন্যের অত্যাচারে সঞ্চিত ধন ক্রমাগত নষ্ট হইতে থাকিলে, লোকে ধন সঞ্চয় করণে তাদৃশ যত্নবান্ না হইয়া ধনাপহারি অত্যাচারিদিগকে প্রতিফল প্রদানার্থেই সর্ব্বতোভাবে সচেষ্টিত হয়।

যদি পরমেশ্বর আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া এই

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বাহ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং বিশ্ব-রাজ্য পরিপালনার্থে ঐ সকল শুভ বৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে কোন দেশীয় লোকে দেশান্তরীয় লোকের সর্ব্বনাশ সঙ্কল্প পূর্ব্বক তাহারদের উপর অত্যাচার ও বল প্রকাশ করিয়া অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিলে, কখনই স্থায়িতর সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেক না। যদি কোন জাতীয় রাজা বা রাজপুরুষেরা লোভাসক্ত হইয়া অন্য দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহারদিগকে যুদ্ধ নির্ব্বাহার্থে সঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে হয়, এবং অধিকতর অর্থ আহরণার্থে নানা প্রকার দুষ্কর ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া তৎ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি তাঁহারদের শত্রুপক্ষ প্রবল ও জয়ী হয়, তবে তাঁহারদিগের যুদ্ধে যত ক্লেশ ও যত ব্যয় হইয়াছিল, সমুদায়ই নিরর্থক যায়, এবং পরেও তদ্দ্বারা বহুপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি তাঁহারা জয়ি হইয়া পরাজিত জাতিকে নিষ্পীড়ন করেন, তবে তাঁহারা পশ্চাৎ দেখিবেন, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াতে পরিণামে

সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও শান্তিরসেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের যেরূপ অসম্ভাবিত প্রবলতা হইলে পরদেশ আক্রমণ ও তত্রত্য লোকের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা স্বদেশের রাজনীতি ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার উভয়ই অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইয়া দুঃখ রূপ বিষম বিষ উৎপাদন করে।

সর্ব্বদেশীয় পুরাবৃত্তেরই মধ্যে এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ একাল পর্য্যন্ত সকল জাতীয় লোকেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অতএব, এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১—রোমীয় লোকদিগের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাহারা পরিশ্রমে অবহেলা করিয়া পরদেশ আক্রমণ ও পরদ্রব্য লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিত। এ নিমিত্ত, কোন কালে তাহারা ধর্ম্মশীল, পরিশ্রম-পরায়ণ, সুখ-বিশিষ্ট রূপে দৃষ্ট হয় নাই। তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই ভোগাসক্ত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিলেন। তাঁহারা যে-

মন দুঃশীলতা প্রকাশ পূর্ব্বক লোকের উপর অশেষ প্রকার উপদ্রব করিতেন, সেইরূপ কখন কখন দুর্দ্দান্ত ইতর লোকদিগের, কখনও বা অত্যাচারি দুরন্ত রাজাদিগের হস্তে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতেন। রোমীয়দিগের সাম্রাজ্য কালে সামান্য লোকে মূর্খ, কলহ-প্রিয়, আলস্য-পরবশ ও দরিদ্র ছিল; তাহারা অন্যের ধন হরণ করিয়া উদর পূর্ণ করিত, এবং স্বার্থানুরোধে আপন দেশ ও আপনারদিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত। তবে যে কখন কখন রোমীয়দিগের দেশে ধর্ম্ম ও শান্তি সুখের সঞ্চার হইত, তাহার কারণ, তৎকালে ধর্ম্মশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা রোম-রাজ্য রূপ বৃহৎ তরণীর কর্ণধার হইতেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাত্মা স্বদেশ-হিতৈষা, ন্যায়পরতা ও অসামান্য বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক স্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহারা ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু সামান্যতঃ রোমীয় লোকেরা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলিত তাহার সন্দেহ নাই।

তাহারা ধর্ম্মানুযায়ি ব্যবহার ও ন্যায়-যুক্ত পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে কেবল পর-দ্রব্যাপহরণের উপর নির্ভর করিয়া থাকাতে দুর্ব্বল, নির্বীর্য্য, নিরুৎসাহ, অবশ-চিত্ত, এবং সমবেত চেষ্টা ও শৌর্য্য প্রকাশে অসমর্থ হইয়া আসিল, এবং তাহারদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অশেষ অত্যাচার অসহমান হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি সমস্ত জাতীয় লোকে তাহারদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষি ও বিষম শত্রু হইয়া উঠিল। অবশেষে, যখন তাহারদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন অভ্রষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মশীল অসভ্য লোক সকল সংহার-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহারদিগকে আক্রমণ করিলেক, তাহারদের সাম্রাজ্য বিনাশ করিলেক, এবং তাহারদের অসাধারণ কীর্ত্তি লুপ্ত করিলেক।

২।—আমারদিগের দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় লোকেরাও এবিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহারা বহু কালাবধি কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। দুর্জ্জয় অর্জ্জনস্পৃহা, অতি প্রবল আত্মাদর এবং ভয়ঙ্কর জিঘাংসা-

বৃত্তি তাঁহারদের সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহারা এই সমুদয় বিষম প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া তদনুযায়ি বিধান ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারেই তাঁহারা পরদেশ অধিকার করেন, বাণিজ্য-বিষয়ক স্বতন্ত্রতার ব্যাঘাত করেন, শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ে অনিষ্টকর নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন, এবং অন্যান্য ভূরি ভূরি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত করেন। যদি জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাধান্য রাখিয়া বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুযায়ি শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেন, তবে এত দিনে ইংলণ্ড দেশ স্বর্গোপম সুখ-ধাম হইত। কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, তাঁহারদের কর্ম্ম বৃক্ষে বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে, এবং উত্তরোত্তরও হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমতঃ, আমেরিকা-বাসিদিগের সহিত ইংলণ্ডবাসিদিগের দুর্ব্ব্যবহার এ বিষয়ের এক প্রধান উদাহরণ। সহস্র সহস্র ব্রিটেনীয় লোক ধর্ম্ম বিষয়ক অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার উত্তর খণ্ডে গিয়া বসতি করে। এক শত

বৎসর গত না হইতেই তাহারদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের এরূপ বৃদ্ধি হইল, যে তৎকালে তাহারদের দেশ একটি রাজ্য রূপে পরিগণিত হইতে পারিত, এবং যদি ইংলণ্ডীয় রাজা ও রাজপুরুষেরা তাহারদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের ধন, ঐশ্বর্য্য ও সুখ সৌভাগ্য সমৃদ্ধি বিষয়ে নিত্য আনুকূল্য হইত। বস্তুতঃ, তৎকালে আমেরিকা ইংরেজদিগের শস্যাগার স্বরূপ হইয়াছিল, অতএব তাহাকে প্রযত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ-প্রবাহ প্রবল করিলেন। তাঁহারা আমেরিকা-নিবাসিদিগের সহিত নানা প্রকার কুব্যবহার আরম্ভ করাতে, উভয় পক্ষে বিষম যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

সেই ঘোরতর সংগ্রামে কোন্ দেশীয় মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের কিরূপ নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিয়া কি প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইংরেজেরা উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তির উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক অর্জ্জনস্পৃহা ও

আত্মাদর বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাতে আমেরিকা-বাসিদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইংরেজেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য লাভার্থে, আর আমেরিকাবাসিরা প্রধান প্রধান প্রবৃত্তির উপদেশানুসারে স্বকীয় স্বাধীনত্ব সংস্থাপনের নিমিত্তে এই বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। এমত স্থলে ইংরেজদিগের জয় পরাজয় উভয়েতেই হানি সম্ভাবনা, বরঞ্চ জয় হইলে অধিক অনিষ্ট হইত। ব্রিটেন-বাসিরা আমেরিকা-বাসিদিগকে পরাজয় করিতে পারিলে, তাহারদিগকে পদে পদে অপমান করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে আমেরিকা-বাসিদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ইংরেজদিগের দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইত। এ প্রকার দুঃশাসনীয় রাজ্য শাসন ও প্রজাদ্রোহ নিবারণার্থে বহু সংখ্যক সৈন্য ও রণতরি রক্ষা করিতে হইত, এবং তাহাতে ঐ রাজ্যের সমুদায় উপস্বত্ব অপেক্ষায়ও অধিক অর্থ ব্যয় হইত। তদ্ব্যতীত, এ প্রকার আচ-

রণ দ্বারা তাঁহারদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ক্রমাগত প্রবল হইতে থাকিত, এবং তাহাতে স্বদেশে যুক্তি-বহির্ভূত রাজনীতি প্রচলিত হইয়া আপনারদিগেরও অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন করিত। কিন্তু তাঁহারদের পরাজয় হওয়াতে অপেক্ষাকৃত উপকার দর্শিয়াছে। আমেরিকা-বাসিরা বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন ও ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মিত্র স্বরূপে ইংরেজদিগের বহু প্রকার উপকার করিতেছে। তাঁহারা তাহারদিগকে নিগ্রহ করিয়া যত অর্থ অপহরণ করিতে পারিতেন, এক্ষণে আমেরিকার বাণিজ্য দ্বারা তাহার দশগুণ ধন লাভ করিতেছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারদিগকে অবশ্যই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাতে ভূরি ভূরি লোকক্ষয় ও রাশি রাশি ধন ব্যয় হইয়া তাঁহারদিগের অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। তদবধি ইংলণ্ডীয়দিগের ইতিহাস তাঁহারদিগের অধর্ম্ম ও যন্ত্রণা বর্ণনায় মলিন ও কলঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় রাজ্য যে